Contents

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) -এর তাহক্বীকের পুনঃতাহক্বীক্ব

# নিসফে শা'বানের (শবেবরাত) হাদীসের মান বিশ্লেষণ

শাইখ ইরশাদুল হক্ব আসরি

শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই

শাইখ মুস্তফা যহির আমানপুরি এর আলোকে

অনুবাদ ও সঙ্কলনে : কামাল আহমাদ

http://www.shottanneshi.com/

Contents

https://archive.org/details/@salim_molla

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর তাহক্বীক্বের পুনঃতাহক্বীক্ব

# নিসফে শা'বানের (শবেবরাত) হাদীসের মান বিশ্লেষণ

শাইখ ইরশাদুল হক্ব আসরি
শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই
শাইখ মুস্তাফা যহির আমানপুরি এর আলোকে

অনুবাদ ও সঙ্কলনে
কামাল আহমাদ

পরিবেশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স

http://www.shottanneshi.com/

Contents

# নিসফে শা'বানের (শবেবরাত) হাদীসের মান বিশ্লেষণ

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০১৬

পরিবেশনায়
**তাওহীদ পাবলিকেশন্স**
[ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট ]
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬
Email :tawheedpp@gmail.com

**প্রকাশক**
**হাফেজ রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান**
দাওরা হাদীস- মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা
কামিল, (হাদীস) সরকারী মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৭০২৯৭৭৫১

মূল্য
৬০ (ষাট টাকা মাত্র)

http://www.shottanneshi.com/

# সূচীপত্র



http://www.shottanneshi.com/

Contents





http://www.shottanneshi.com/

# অধ্যায় : ১

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর তাহক্বীক্বের পুনঃতাহক্বীক্ব

# নিসফে শা'বানের হাদীসের মান বিশ্লেষণ

## ভূমিকা

আমরা এখানে "নিসফে শাবান" (প্রসিদ্ধ : শবে বরাত) সম্পর্কিত ফযিলতের হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করবো। কেননা শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এরফলে কিছু সালাফি, হাফ (অর্ধ) সালাফি ও হানাফি আলেম তাঁদের লেখনি ও টিভি চ্যানেলগুলোতে নিসফে শা'বানের রাতে ইবাদত করার ফযিলত সমৃদ্ধ বলে ফাতাওয়া দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তারা শাইখ, আলেম, অধ্যাপক, মুহাদ্দিস, প্রিন্সিপাল, ডক্টরেট হিসাবে খ্যাত। এ সমস্ত ব্যক্তিগণ নিজস্ব চেতনার স্বপক্ষে শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর তাহক্বীক্বকে কোনো রকম তাহক্বীক্ব ছাড়াই জনগণের সামনে উপস্থাপন করছেন। আমরা নিচে তিন জন মুহাক্কিক্বের এ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ সঙ্কলনের মাধ্যমে তুলে ধরলাম– যেন সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বিধা–দ্বন্দের অবসান ঘটে। মুহাক্কিক্ব ও কিতাবের সূত্রগুলো নিম্নরূপ :

১) শাইখ ইরশাদুল হক্ব আসরি, মাক্বালাতে আসরিয়াহ (ফায়সালাবাদ : ইদারাতুল উলুম আল-আসরিয়াহ, জুন ২০১২) পৃষ্ঠা ৫১১–৫৭১।

২) শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস (পাকিস্তান : মাকতাবাহ আল–হাদীস, শা'বান ১৪২৫/ অক্টোবর ২০০৪) ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৬-১৫।

৩) শাইখ মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ (জাহলাম, পাকিস্তান : দারুত তাখাসসুস ওয়াত-তাহক্বীক্ব, রজব ১৪৩০/ জুলাই ২০০৯) ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৫।

আমরা শাইখদের থেকে তাঁদের তাহক্বীক্বের কেবল উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে সঙ্কলন করছি। এখানে শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উপস্থাপিত ৮টি হাদীসের তাহক্বীক্বসহ সর্বমোট ১৪টি হাদীসের তাহক্বীক্ব পেশ করা হলো।

## মূল আলোচ্য হাদীস :

يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

"মধ্য (১৫) শা'বানের রাতে আল্লাহ তাআলা (বিশেষভাবে) সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেন। অতঃপর মুশরিক ও (মুসলিম ভাইদের সাথে) শত্রুতা, ঘৃণাকারী ছাড়া সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।"[১]

এ হাদীসটি সম্পর্কে শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বিশ্লেষণ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের বিশ্লেষণের আলোকে নিচে উপস্থাপিত হলো :

**শাইখ আলবানী– ১ :**

শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم معاذ ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة.

"হাদীসটি সহীহ। সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জামাআত থেকে বিভিন্নভাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যা একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আছেন সাহাবী মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ সা'লাবাহ আল–খাশানি (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), আবু মূসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু),

---

১. **তাখরীজ (হাদীসের উৎস) :** কিতাবুস সুন্নাহ লিইবনে আবি আসিম (হা/৫১২, অন্য সংস্করণে হা/৫২৪), সহীহ ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যামান : ১৯৮০, আল–ইহসান : ৫৬৩৬), আমালি লিআবিল হাসান কাঝওয়িনি (২/৪), আলমাজলিসুস সাবি' লিআবি মুহাম্মাদ আল–জাওহারি (২/৩), জুঝউ মিন হাদীসি মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আর–রাবী'য়ি (১/২১৭, ২১৮), আল–আমালু লিআবিল ক্বাসিম আল–হুসায়নি (১/১২), শু'আবুল ঈমান লিলবায়হাক্বি (৩/৩৮২ হা/৩৮৩৩, ৫/৬৬২৮ নং), তারিখে দামেস্ক লিইবনে আসাকির (৪০/১৭২, ৫৭/৭৫), আস–সালিস ওয়াত–তাসঈন লিলহাফিয 'আব্দুল গণী আল–মুক্বাদ্দিসি (২/৪৪), সিফাতি রব্বুল 'আলামীন লিইবনে আ'জব (২/৭, ১২৯), আল–মু'জামুল কাবির লিত–তাবারানি (২০/১০৮-০৯ হা/২১৫), তাবারানি'র 'আওসাত' (৭/৩৯৭ হা/৬৭৭২), হিলইয়াতুল আওলিয়া লিআবি নাঈম ইসফাহানি (৫/১৯১)।

http://www.shottanneshi.com/

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), 'আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।"[২]

**বিশ্লেষণ-১ :**

শাইখ যহির আমানপুরি লিখেছেন : "প্রকৃতপক্ষে মধ্য শাবানের রাত (প্রসিদ্ধ : শবে বরাত)-এর ফযিলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস প্রমাণিত নয়। কেননা আল্লামা আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

وليس في ليلة النصف شعبان حديث يعوّل عليه، لا في فضلها، ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا اليها.

"নিসফে শাবান সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই - না এর ফযিলত সম্পর্কে আর না এতে বয়স লেখা সম্পর্কে। সুতরাং (সওয়াবের নিয়তে) তোমরা এর প্রতি ঝুঁকো না।"[৩]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়েম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : لا يصحّ منها شئ "এ সম্পর্কে কোনো কিছুই সহীহ নয়।"[৪]

জনাব ইউসুফ বানুরি দেওবন্দি লিখেছেন :

لم أقف على حديث مسند مرفوع صحيح في فضلها.

"(এ রাতের) ফযিলত সম্পর্কে অবিচ্ছিন্ন সনদে কোনো মারফু সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমি অবগত নই।"[৫]

জনাব তাক্বি উসমানি দেওবন্দি লিখেছেন :

شب براءت کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی نے "الدر المنثور" میں جمع کردی ہیں، یہ تمام روایات سنداً ضعیف ہیں

---

২. আস-সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ ৩/১৩৫পৃষ্ঠা/১১৪৪ নং।
৩. আহকামুল কুরআন লিইবনুল আরাবী ৪/১৬৯০।
৪. আল-মানারুল মুনিফ ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।
৫. মা'আরিফুস সুনান ৫/৪১৯।

http://www.shottanneshi.com/

"শবে বরাতের ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। যার অধিকাংশ আল্লামা সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'আদ-দুররে মানসুরে' জমা করেছেন। এর সমস্ত বর্ণনা সনদের দিক থেকে যঈফ।"[৬]

পরবর্তী বিশ্লেষণগুলোতে হাদীসের ইমামদের বিশ্লেষণ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

**শাইখ আলবানী– ২ :**

অতঃপর শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটিকে সহীহ বলার পক্ষে যেসব সনদের হাদীসকে উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ :

١ - أما حديث معاذ فيرويه مكحول عن مالك بن يخامر عنه مرفوعا به . أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (٥١٢ - بتحقيقي ) حدثنا هشام بن خالد حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي و ابن ثوبان ( عن أبيه ) عن مكحول به .... و ابن المحب في " صفات رب العالمين " ( ٧ / ٢ و ١٢٩ / ٢ ) و قال :" قال الذهبي : مكحول لم يلق مالك بن يخامر " . قلت : و لولا ذلك لكان الإسناد حسنا , فإن رجاله موثوقون , و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( ٨ / ٦٥ ) : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " و رجالهما ثقات.

হাদীস–১ : সাহাবি মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে, যা তাঁর থেকে মাকহুল বর্ণনা করেছেন মালিক বিন ইয়ুখামির থেকে মারফু' সূত্রে। এটি ইবনে আবি আসিম তাঁর 'আস-সুন্নাহ'-তে (হা/৫১২-তাহক্বীক্ব আলবানী) বর্ণনা করেছেন। (সনদটি হলো:) হিশাম বিন খালিদ হাদীস বর্ণনা করেছে আবু খুলায়দ উতবাহ বিন হাম্মাদ থেকে তিনি আওযাঈ ও ইবনে সাওবান (তিনি তার পিতা থেকে) তিনি মাকহুল থেকে।... (অতঃপর শুরুতে উল্লিখিত হাদীসের তাখরিজগুলো উল্লেখ শেষে লিখেছেন) ... আর ইবনুল মুহিব তাঁর 'সিফাতে রব্বুল আলামিনে' (২/৭, ১২৯) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যাহাবি বলেছেন : 'মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সাথে মালিক বিন ইয়ুখামিরের সাক্ষাৎ হয়নি।' আমি (আলবানি) বলছি : যদি সেটা না হয় তা হলে এর সনদ

৬. দারসে তিরমিযি ২/৫৭৯-৮০।

হাসান। কেননা সনদের বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়েদে' (৮/৬৫) বলেছেন : তাবারানি তাঁর 'কাবির' ও 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

**বিশ্লেষণ-২ :**

সম্মানিত পাঠক! শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীকার করেছেন সনদটি বিচ্ছিন্ন বা মুনক্বাতে। তা ছাড়া শাইখ তাঁর আলোচনার কোথাও মাকহুলের সাথে মালিক বিন ইয়ুখামিরের সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণ করতে পারেন নি। এ পর্যায়ে হাদীসটিকে হাসান স্তরের উন্নীত করার বিষয়টি প্রমাণিত হলো না। বরং এটা কেবলই তাঁর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলো। যা কখনই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। উসূলে হাদীসের কিতাব "তাইসির মুসতালাহুল হাদীসে" (পৃষ্ঠা ৭৮) উল্লিখিতি আছে :

المُنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء وذلك للجهل بِحال الراوى المحذوف.

"উলামাগণ (মুহাদ্দিস) ঐকমত্য যে, মুনাক্বাতে' (সূত্রছিন্ন) বর্ণনা যঈফ। কেননা উহ্য রাবী (আমাদের কাছে) মাজহুল (অজ্ঞাত)।"[৭]

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি মুনক্বাতে' হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

وليس هذا الخبر من شرطنا ، لأنّه غير متّصل، لسنا نحتجّ في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات.

"এই হাদীস আমাদের (মুহাদ্দিসগণের) শর্তে সহীহ নয়। কেননা এর সনদটি মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) নয়। আমরা (মুহাদ্দিসগণ) এ ধরনের মুরসাল ও মুনক্বাতে' হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করি না।"[৮]

**জ্ঞাতব্য :** ইমাম তাবারানি মু'জামুল আওসাতে (১/১৩০ হা/২০৫) মাকহুল থেকে তিনি খালিদ বিন মু'দান থেকে তিনি কাসির বিন মুর্রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ যঈফ। এখানে সুলায়মান বিন আহমাদ আল-ওয়াসিতি বর্ণনাকারী জমহুরের কাছে যঈফ। তা ছাড়া ইমাম

---

৭. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল-হাদীস (পাকিস্তান : মাকতাবাহ আল-হাদীস, শা'বান ১৪২৫/ অক্টোবর ২০০৪) ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৬।

৮. কিতাবুত তাওহিদ লিইবনে খুযায়মাহ ১/২৪৫-৪৬।

http://www.shottanneshi.com/

তাবারানির উস্তাদ আহমাদ বিন হুসাইন বিন মাদরাকের তাওসিক্ব মাতলূব।[৯] তথ্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করা জরুরি।

**ইমাম হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন :** ইমাম হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুয়ায বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন :

هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يرو بهذا الإسناد غير أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به! قلت : ما حال أبي خُليد؟ قال : شيخ

"হাদীসটি এই সনদে মুনকার। এই সনদটির বর্ণনাকারী আবু খুলাইদ একা। আমি জানি না সে সনদটি কোথা থেকে আনলো। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আব্দুর রহমান বিন আবি হাতিমকে জিজ্ঞাসা করলাম : আবু খুলাইদের অবস্থা কি? তিনি বললেন : সে শাইখ।"[১০]

এরপরেও ইমাম আবু হাতিম হাদীসটির প্রকৃত সনদ না থাকার কারণে একে মুনকার বলেছেন। ... [১১]

ইমাম দারাকুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটিকে অপ্রমাণিত বলেছেন : ইমাম দারা কুতনি এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, মাকহুল শামি বর্ণনাটি মুয়ায বিন জাবাল ছাড়াও অন্যান্য সাহাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবার কখনও মাকহুল বর্ণনাটি নিজের উক্তি হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত যথাযথ স্থানে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম দারা কুতনি হাদীসটি সনদে ও মতনে ইযতিরাব (স্ব-বিরোধিতা) উল্লেখ করার পর লিখেছেন : والحديث غير ثابت "হাদীসটি গায়ের সাবেত (অপ্রমাণিত)।"[১২]

---

৯. মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ (জাহলাম, পাকিস্তান : দারুত তাখাসসুস ওয়াত-তাহক্বীক্ব, রজব ১৪৩০/ জুলাই ২০০৯) ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৫।

১০. ঈলাল ইবনে আবি হাতিম ২০১২ নং।

১১. শাইখ ইরশাদুল হক্ব আসরি, মাক্বালাতে আসরি পৃষ্ঠা ৫১৬। অতঃপর শাইখ আসরি ইমাম আবু হাতিম থেকে অনুরূপ অপর একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করেছেন।

১২. ঈলালু দারা কুতনি ৬/৫১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

**আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর দু'জন ছাত্রের তাহক্বীক্ব :** শাইখ আব্দুল ক্বাদির বিন হাবিবুল্লাহ সানাদি (রহঃ) ইমাম আবু হাতিমের বিশ্লেষণকে জোরালো হিসেবে উল্লেখ করে বলেন :

إسناده منكر موضوع كما قال أبو حاتم وعنه ابنه عبد الرحمن في العلل كما مضى، ولا يصلح للمتابعات والشواهد، فضلًا أن يكون حجة [التصوف في ميزان البحث والتحقيق للسند ١/٥٥٥ صـ]

"(মুয়ায বিন জাবালের হাদীসটির) সনদ মুনকার ও মাওযু' - যেভাবে ইমাম আবু হাতিম বলেছেন। তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান তাঁর পক্ষ থেকে কিতাবুল ঈলালে উল্লেখ করেছেন। যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনাটি না মুতাবাআত হিসেবে উপস্থাপন করা যায় আর না শাহেদ হিসেবে। অথচ এটাকেই হুজ্জাত (দলীল) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

অপর ছাত্র আবু উবায়দাহ মাশহুর বিন হাসান আল-সালমান ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) ও ইমাম দারাকুতনির রায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন :

ولهذا الاختلاف قال أبو حاتم الرازي ... كما ماضي ... في طريق أبي خليد "لا أدري من أين جاء به" وقال فيه "شيخ" ومنه تعلم أن حديث معاذ وأبي ثعلبة حديث واحد، اضطرب فيه الرواة على مكحول [تحقيق كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري ٣٠٨\٣]

"এই ইখতিলাফের কারণ হলো, আবু হাতিম রাযি বলেছেন ... যেভাবে গত হয়েছে ... আবু খুলাইদের সনদ সম্পর্কে 'আমি জানি না সে সনদটি কোথা থেকে আনলো' আবার তাঁকে বলেছেন : 'শাইখ'। এ থেকে জানা গেলো, মু'য়ায বিন জাবাল ও আবু সা'লাবাহর হাদীস একই। এখানে মাকহুল থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইযতিরাব (স্ববিরোধিতা) হয়েছে।"

আফসোস! এই উক্তিটি করার পরেও শাইখ আবু উবায়দাহ এই বর্ণনাটিকেই আরও সাক্ষের ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন।

**অপর একটি সনদ খুবই যঈফ :** তাবারানির 'মুসনাদে শামিইয়িন' (১/১৩০ হা/২০৫)-এ অপর একটি সনদটি হলো :

http://www.shottanneshi.com/

سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا أبو خليد : ثنا ابن ثوبان : حدثني أبي [عن مكحول]، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل...

মুসনাদে শামিইয়িনের মুহাক্কিক্ব বলেছেন : ব্রাকেটের মধ্যে عن مكحول মূল পাঠে নেই, আমি নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছি। সম্ভবত লিপিকারের ভুলে মাকহুলের পরিবর্তে খালিদ বিন মু'দান লেখা হয়েছে।

তবে সনদটি যেভাবেই হোক না কেনো, ইমাম তাবারানির দাদা উস্তাদ সুলায়মান বিন আহমাদ আল-ওয়াসিতিকে ইমাম ইবনে মুঈন কাযযাব বলেছেন।[১৩]

হাফেয ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : সুলায়মান হাদীসের ক্ষেত্রে একাকী ও গরীব। আমার কাছে সে হাদীস চোর। তার দ্বারা হাদীস মুশতাবাহ (সন্দেহযুক্ত) হয়ে যায়।[১৪]

শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যা মদপান ও গানের কুপ্রভাবে হয়েছিলো। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে মাতরুক গণ্য করেছেন।[১৫]

এ বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায়, সুলায়মান এই সনদটি কোথাও থেকে চুরি করেছেন। মুসনাদে শামিইয়িনের মুহাক্কিক্ব এটি মাকহুলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে দারা কুতনি এটি মাকহুলের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন : كلا هما غير محفوظ 'উভয় সনদই গায়ের মাহফুয।'[১৬]

এ পর্যায়ে ইমাম আবু হাতিম ও হাফেয দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার পর ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক তাঁর 'সহীহ'-তে উল্লেখ করা, হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক বর্ণনাকারীদেরকে সিক্বাহ বলা এবং আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও অন্যান্যদের দৃষ্টিতে হাসান বলাটা অর্থহীন। কেননা সনদের দিক থেকেই এটি অস্তিত্বহীন। আর যার সনদ ও মতন উভয়ই ভুল হওয়াটা

---

১৩. যুআফা ওয়াল মাতরুকিন লিইবনে জাওযি ২/১৪ পৃষ্ঠা।
১৪. আল-কামিল লিইবনে আদি ৩/১১৪ পৃষ্ঠা।
১৫. মিযানুল ই'তিদাল ২/১৯৪ পৃষ্ঠা।
১৬. ঈলালু দারা কুতনি ৬/৫১ পৃষ্ঠা

সুস্পষ্ট, সেটা কিভাবে অন্যান্য বর্ণনার সমর্থনপুষ্ট হবে। অথচ এর নিজেরই কোনো ভিত্তি নেই।

**ভুল বর্ণনা অপর ভুল বর্ণনাকে শক্তিশালী করে না :** এ পর্যায়ে আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

أن الشاذ والمنكر مردود، لإنه خطأ والخطأ لا يتقوي به.

"নিশ্চয় শায ও মুনকার বর্ণনা মারদুদ (প্রত্যাখাত)। কেননা সেটা ভুল। আর ভুল দ্বারা শক্তিশালী হয় না।"[১৭]

অন্যত্র বলেছেন :

وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن وجوده وعدمه سواء.

"আর যার (সনদ বা মতন) ভুল হওয়া প্রমাণিত, সেক্ষেত্রে এটা বিবেকসম্মত হয় না যে, বর্ণনাটি অপর বর্ণনাকে শক্তিশালী করবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শায ও মুনকার না গণনার মধ্যে গণ্য আর না সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্য। বরং এ বর্ণনার অস্তিত্ব থাকা আর না থাকা সমান।"[১৮]

এ কারণে ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : والمنكر أبدا منكر "মুনকার বর্ণনা সবসময়ই মুনকার (প্রত্যাখাত)।"[১৯]

উপরে আমরা হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুনকার এবং ইমাম দারাকুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে 'হাদীসটি অপ্রমাণিত' হওয়ার উদ্ধৃতি দিয়েছি। এই দু'জন মুহাদ্দিস এবং আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর শেষোক্ত উক্তির আলোকে বলতে পারি যে, সাহাবি মু'য়ায বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি মুনকার হওয়াই এটি মুনকারই থাকবে। এটি কোনো হাদীসকেই সমর্থন করে না। এমনকি এই একই অর্থ আর কোনোও হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। এ সম্পর্কে শাইখ তারিক্ব বিন আওয বিজের কিতাব الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات-এর মুক্বাদ্দামাতে বর্ণনা করেছেন।

---

১৭. সলাতুত তারাবীহ লিলআলবানী পৃষ্ঠা ৫৭ (অন্য সংস্করণ ৬৬ পৃষ্ঠা)।

১৮. সলাতুত তারাবীহ লিলআলবানী পৃষ্ঠা ৫৭।

১৯. আল-ঈলালু ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল রেওয়ায়াত মারুযি পৃষ্ঠা ১২৮ নং:২৮৭; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ রেওয়ায়াত ইবনে হানি ২/১৬৭ পৃষ্ঠা নং:১৯২৫।

http://www.shottanneshi.com/

সম্মানিত পাঠক! আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর রায়ের মোকাবেলায় ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর রায় জোড়ালো ও গ্রহণযোগ্য।[২০]

আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর পক্ষ থেকে মধ্য শা'বানের ফযিলত প্রমাণ করার জন্য এটিই সবচেয়ে মজবুত দলীল ছিলো। এ কারণে তিনি এটিকে মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে বাকী বর্ণনাগুলো এর মুতাবাআত হিসেবে পেশ করেছেন। এখন তাঁর অন্যান্য দলীলগুলোর বিশ্লেষণ করবো।

## শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উপস্থাপিত সাক্ষ্যমূলক হাদীসের বিশ্লেষণ

**শাইখ আলবানী– ৩ :**

٢ - و أما حديث أبي ثعلبة فيرويه الأحوص بن حكيم عن مهاصر بن حبيب عنه . أخرجه ابن أبي عاصم ( ق ٤٢-٤٣ ) و محمد بن عثمان بن أبي شيبة في " العرش " (٢\١١٨) و أبو القاسم الأزجي في " حديثه " (٦٧ / ١ ) و اللالكائي في " السنة " (١/ ٩٩ - ١٠٠) و كذا الطبراني كما في " المجمع " و قال : " و الأحوص بن حكيم ضعيف " . و ذكر المنذري في " الترغيب " (٣/ ٢٨٣) أن الطبراني و البيهقي أيضا أخرجه عن مكحول عن أبي ثعلبة , و قال البيهقي : " و هو بين مكحول و أبي ثعلبة مرسل جيد".

হাদীস– ২ : সাহাবী আবু সা'লাবাহ'র হাদীস। যা আহওয়াস বিন হাকিম বর্ণনা করেছেন মুহাসির বিন হাবিব থেকে, তিনি আবু সা'লাবাহ থেকে। আরও বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু আসিম (৪২-৪৩), মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবি শায়বাহ তাঁর 'আল-আরশ'-এ (২/১১৮), আবুল ক্বাসিম আলআযজি তাঁর হাদীস গ্রন্থে (১/৬৮), লালকাঈ 'সুন্নাহ'-তে (১/৯৯-১০০)। অনুরূপ তাবারানি 'আল-মাজমু'-তে। তিনি বলেন : আহওয়াস বিন হাকিম যঈফ। আর মুনযিরি তাঁর 'তারগিবে' (৩/২৮৩) বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানি ও বায়হাক্বি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মাকহুল থেকে তিনি আবু সা'লাবাহ থেকে। আর বায়হাক্বি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : মাকহুল ও আবু সা'লাবাহ মধ্যস্থিত (সনদ) মুরসাল জাইয়েদ।

---

২০. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫১৬–৫২১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



**বিশ্লেষণ- ৩ :**

আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজের ধারণা অনুযায়ী দু'টি সনদে আবু সা'লাবাহ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ১) মুহাসির, ও ২) মাকহুলের সনদে। অথচ ইযতিরাবের কারণে এটি দু'টি সনদ হয়েছে।

আমরা পূর্বে ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষিতে যে সনদটি মু'আয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)–এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সেখানেই আবু সা'লাবাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

**প্রথম কারণ - ইযতিরাবের প্রথম ধরণ :** পূর্বোক্ত ইযতিরাব ও বর্ণনার সত্যনিষ্ঠতার অভাব। কেননা এটি আহওয়াস বিন হাকিম বর্ণনা করেছেন মুহাসির বিন হাবিব থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেছেন আবু সা'লাবাহ থেকে মারফু' সূত্রে। যা শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রথম সনদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২১]

**ইযতিরাবের দ্বিতীয় ধরণ :** মুহাসির বিন হাবিব বর্ণনাটি মাকহুল থেকে তিনি আবু সা'লাবাহ থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মাকহুলের মধ্যস্থতাতেও বর্ণনা করেছেন।[২২] যা শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দ্বিতীয় সনদ হিসেবে গণ্য করেছেন। যদি সনদটিকে মেনে নিই, সেক্ষেত্রে মাকহুল শামি থেকে আবু সা'লাবাহ-এর বর্ণনা মুনক্বাতে ও মুরসাল। কেননা মাকহুল কিছু সাহাবির কাছ থেকে শোনার যে তালিকা আছে তাতে আবু সা'লাবাহ নেই। এ মর্মে ইমাম আবু হাতিম বলেন : আমি আবু মাসহারকে জিজ্ঞাসা করি, মাকহুল কি কোনো সাহাবি থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : আমাদের কাছে আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে তাঁর শোনাটা নিশ্চিত।[২৩]

ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)–এর সাথে সাথে সাহাবি ওয়াসিলাহ বিন আসক্বা' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে তাঁর শোনার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪]

---

২১. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫২২ পৃষ্ঠা।

২২. শু'আবুল ঈমান ৩/৩৮১-৮২ হা/৩৮৩২, ফাযায়েলে আওক্বাত পৃষ্ঠা ১২১ হা/২৩।

২৩. আল-মারাসিল লিইবনে আবি হাতিম পৃষ্ঠা ২১১ হা/৭৮৯।

২৪. আল-মারাসিলে আবি দাউদ পৃষ্ঠা ৩২২-২৩।

http://www.shottanneshi.com/

হাফেয আল-লাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম মাকহুল ও আবু সা'লাবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেছেন : মাকহুল ও আবু সা'লাবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একই বয়সের এবং এলাকাবাসী। এ কারণে এটা সম্ভব যে, তিনি নিজের অভ্যাসগতভাবে তাঁর থেকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদলিসেরও অধিকারী।"[২৫]

এ কারণে শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক মাকহুল থেকে সাহাবি আবু সা'লাবাহ-এর সনদকে গ্রহণযোগ্য করা ও ইমাম বায়হাক্বি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পক্ষ থেকে মুরসাল জাইয়েদ বলাটা গায়ের জাইয়েদ।

**ইযতিরাবের অন্যান্য ধরণ :** কখনও আহওয়াস বিন হাকিম বর্ণনাটি মুহাসির বিন হাবিবের মধ্যস্থতা ছাড়া মাকহুল থেকেও উল্লেখ করেছেন।[২৬]

আবার কখনও আহওয়াস বিন হাকিম, পূর্বোক্ত উস্তাদ মুহাসির বিন হাবিবের পরিবর্তে হাবিব বিন সুহায়িব থেকে, তিনি মাকহুল থেকে তিনি আবু সা'লাবাহ থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২৭]

কখনও সনদটিতে মাকহুলের মধ্যস্থতাকে উহ্য করা হয়েছে।[২৮]

**দ্বিতীয় কারণ– আহওয়াস যঈফ রাবী :** উক্ত হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী আহওয়াস বিন হাকিম নিজেই যঈফ।[২৯] জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি যঈফ। হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : ضعيف الحفظ "স্মৃতিশক্তিতে দূর্বল।" (তাক্বরীব : ২৯০)[৩০] হাফেয হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : "জমহুরের নিকট যঈফ।"[৩১]

---

২৫. জামেউত তাহসিল লিলআল-লাঈ পৃষ্ঠা ৩৫২, নং: ৭৯৬।

২৬. দ্রঃ শু'আবুল ঈমান ৩/৩৮১ হা/৩৮৩১, ঈলালুদ দারা কুতনি ৬/৫১।

২৭. মু'জামুল কাবির লিত-তাবারানি ২২/২২৩, হা/৫৯০।

২৮. মু'জামুল কাবির লিত-তাবারানি ২২/২২৪ হা/৫৯৩, আল-ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ লি ইবনুল জাওযি ২/৭০ হা/৯২০), ঈলালু দারা কুতনি ৬/৫১ হা/৩২৩ ও ১৪/২১৮ পৃষ্ঠা।

২৯. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫২২-২৪ পৃষ্ঠা।

৩০. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭।

৩১. মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৪২। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



ইমাম আলী ইবনুল মাদিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : لا يكتب حديثه "তার হাদীস লেখা যাবে না।"[৩২]

ইমাম ইবনে মুঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : لا شيئ 'সে কিছুই না।' ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : ليس بقوة منكر الحديث "সে শক্তিশালী নয়, মুনকারুল হাদীস।"[৩৩]

হাফেয ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন :

يروي المناكر عن المشاهير تركه يحى القطان وغيره.

"সে মাশহুর (প্রসিদ্ধ) বর্ণনাকারীদের থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতো। ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বত্তান ও অন্যান্যরা তাকে ত্যাগ করেছেন।"[৩৪]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন :

لا يروى حديثه يرفع الأحاديث إلى النبي ﷺ.

"তার হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। কেননা সে ভুল করে মারফু' হাদীস বর্ণনা করতো।"[৩৫] ...

এ কারণে এ ধরনের রাবীকে মুতাবি' ও শাহেদ হিসেবে পেশ করা যায় না। যদিওবা হাফেয ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার ব্যাপারে নমনীয়তা দেখিয়ে বলেছেন :

وهو ممن يكتب حديثه، وليس له فيما يرويه متن منكر إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها.

"তার হাদীস লেখা যায়। তার থেকে কোনো মুনকার বর্ণনা নেই। হ্যাঁ, সে এমন হাদীস বর্ণনা করতো যার কোনো মুতাবাআত নেই।"[৩৬]

---

৩২. আয-যুআফা লি আবি নাঈম পৃষ্ঠা ৬৩ নং: ২৩।

৩৩. আল-জারাহ ওয়াত তা'দিল ২/৩২৮ পৃষ্ঠা।

৩৪. আল-মাজরুহিন লিইবনে হিব্বান ১/১৭৫ পৃষ্ঠা।

৩৫. আল-জারাহ ওয়াত তা'দিল ২/৩২৮ পৃষ্ঠা।

৩৬. আল-কামিল লিইবনে আদি ১/৪০৬ পৃষ্ঠা। মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫২৪-২৫ পৃষ্ঠা।



http://www.shottanneshi.com/

অথচ আহওয়াস বর্ণিত সনদে ব্যাপক ইযতিরাব (স্ববিরোধিতা) রয়েছে। তা ছাড়া তাঁর ব্যাপারে ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মন্তব্যের মোকাবেলায় অন্যান্য ইমামদের জারাহ বা আপত্তি অনেক শক্ত, যা প্রমাণিত ও সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর যেহেতু এ পর্যায়ে তার প্রতি জমহুরের জারাহ প্রাধান্য পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একক মন্তব্য মারদুদ।

**তৃতীয় কারণ– হাজ্জাজের মুরসাল বর্ণনা :** তা ছাড়া এই বর্ণনাটি আহওয়াস বিন হাকিম ছাড়া হাজ্জাজ বিন আরতাত বর্ণনা করেছেন। যার সনদে কাসির বিন মুর্রাহ হাযরামি (মুরসালভাবে) মাকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৭]

এই সনদটির প্রথম ত্রুটি হলো, হাজ্জাজ ও মাকহুলের মধ্য ইনক্বিতা' (বিচ্ছিন্নতা)। হাজ্জাজ বিন আরতাত সুদুক্ব, ব্যাপকভাবে ভুল করতেন ও তাদলিসকারী।[৩৮]

এই বর্ণনাটি তিনি মাকহুল থেকে শোনেন নি। অবশ্য ইমাম আবু দাউদ হাজ্জাজের শোনাটা প্রমাণ করেছেন।[৩৯]

কিন্তু আবু যুরআহ রাযি সেটা অস্বীকার করেছেন।[৪০]

তা ছাড়া হাফেয আজলি তার না-শোনাটা প্রমাণ করার সাথে সাথে এটাও সুস্পষ্ট করেছেন যে, সে মাকহুল থেকে মুরসাল বর্ণনা করতো।[৪১]

অর্থাৎ হাজ্জাজ ও মাকহুলের মধ্যে ইনক্বিতা' আছে।

---

৩৭. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ ৬/১০৮ হা/২৯৮৫৯, শু'আবুল ঈমান (৩/৩৮১ হা/৩৮৩১), বায়হাক্বির সাথে সম্পৃক্ত 'ফাযায়েল আওক্বাত' (পৃষ্ঠা ১২২, হা/২৩)– তিনি বলেছেন : এটি মুরসাল জাইয়েদ), ঈলালু দারা কুতনি (৬/৫১ পৃষ্ঠা ও ১৪/২১৮ পৃষ্ঠা)।

৩৮. তাক্বরিব : ১২৩৯।

৩৯. জামেউত তাহসিল লিলআল-লাঈ পৃষ্ঠা ১৯৬।

৪০. মারাসিল লিইবনে আবি হাতিম পৃষ্ঠা ৪৭ নং: ১৬৪, জামেউত তাহসিল লিলআল-লাঈ পৃষ্ঠা ১৯৬।

৪১. মা'রেফাতুস সিক্বাত ওয়ায যুআফাউ লিলআজলি ১/২৮৩ পৃষ্ঠা, তারিখে সিক্বাত লিলআজলি পৃষ্ঠা ১০৭ নং: ২৫১।

এর সনদটির দ্বিতীয় ত্রুটি হলো, কাসির বিন মুর্রাহ এটি মুরসাল হিসেবে র্বণনা করেছেন। ... যেভাবে ইমাম বায়হাক্বি বর্ণনাটিকে মুরসাল জাইয়েদ বলে উল্লেখ করেছেন।

মাকহুল থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে হাজ্জাজ একাকী নন। বরং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে (৪/৩১৭ হা/৭৯২৪) ক্বায়েস বিন সাআদ তার মুতাবাআত রয়েছেন। কিন্তু তার শিষ্য মুসান্নাহ বিন সাবাহ যঈফ রাবী।[৪২]

এক্ষেত্রে স্বীকৃত নীতি হলো, মুতাবাআত সে ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে, যখন মুতাবি' পর্যন্ত সনদ সহীহ হবে।[৪৩]

[ফলে এ বর্ণনাটিও মুতাবাআত বা শাহেদ হিসেবে গ্রহণ করা সুযোগ থাকলো না। কেননা সনদটি নিজেই যঈফ।-সঙ্কলক]

উক্ত বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য বর্ণনাগুলো বিভিন্ন সনদে ইমাম দারা কুতনি 'কিতাবুন নুযূলে' উল্লেখ করেছেন।

**হাদীসটির প্রতি মুহাদ্দিসগণের জারাহ (অভিযোগ) :** পুর্বোক্ত কারণে হাফেয আবিদ দুনইয়া ও ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন :

والحديث مضطرب غير ثابت.

"এই হাদীস মুযতারাব হওয়ার কারণে অপ্রমাণিত।"[৪৪]

ইমাম ইবনুল জাওযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : هذا حديث لا يصح 'হাদীসটি সহীহ নয়।'[৪৫]

শাইখ শরিফ হাতিম বিন আরিফ আল-আওনা বলেছেন : "এই হাদীসে ইযতিরাব আছে। যেভাবে ইমাম দারা কুতনি 'ঈলালে' ও 'নুযুলে' বর্ণনা করেছেন।"[৪৬]

শাইখ আব্দুল ক্বাদির সিন্ধি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : আবু সা'লাবাহ আল–খুশানি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর হাদীস সহীহ নয়। আর এর মুতাবাআত ও শাহেদ গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৭]

---

৪২. তাক্বরিব : ৭২৯৬।

৪৩. আল-ইরশাদাত লিশ-শাইখ তারিক্ব বিন আওযুল্লাহ পৃষ্ঠা ৬৪।

৪৪. ঈলালু দারা কুতনি ৬/৩২৪।

৪৫. ঈলালু মুতানাহিয়্যাহ ২/৭০ হা/৯২০।

৪৬. تحقيق مشيخة أبي طاهر بن أبي الصفر، صـ ٧٨.

http://www.shottanneshi.com/

যদিও মু'আয বিন জাবাল ও আবু সা'লাবাহ আল-খুশানি উভয়ের হাদীস একই। কিন্তু এজন্যে এদের কোনো বর্ণনায় পরস্পরকে শক্তিশালী করে না।[৪৮]

বিঃ দ্রঃ "কিতাবুল 'আরশে" মুহাসির ও আবূ সা'লাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মাকহুল রয়েছেন। এই সনদে বাশির বিন 'আম্মারাহ যঈফ।[৪৯]

আল-মু'জামুল কাবির লিত-তাবারানি-তে (২২/২২৩ হা/৫৯০) আল-মুহারিবি'র বর্ণনাটি মুতাবি'আত (সমর্থক)। কিন্তু হাদীসটির দু'জন রাবী আহমাদ বিন আন-নদর আল-'আসকারি ও মুহাম্মাদ বিন আদম আল-মাসিসি অজ্ঞাত। [৫০]

তাছাড়া 'আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল-মুহারিবি মুদাল্লিস। (তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন : ৩/৮০) ইমাম আজলি (তাহযিবুত তাহযিব : ৬/২৪৪) ও ইমাম উক্বায়লিও (আয-যুআফা ২/৩৪৭) তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।[৫১]

**<u>শাইখ আলবানী- ৪ :</u>**

٣ - و أما حديث عبد الله بن عمرو فيرويه ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه . أخرجه أحمد ( رقم ٦٦٤٢ ) . قلت : و هذا إسناد لا بأس به في المتابعات و الشواهد , قال الهيثمي : " و ابن لهيعة لين الحديث و بقية رجاله وثقوا " . و قال الحافظ المنذري : (٣ / ٢٨٣ )" و إسناده لين " . قلت : لكن تابعه رشدين بن سعد بن حيي به . أخرجه ابن حيويه في " حديثه " . (٣ / ١٠ / ١ ) فالحديث حسن.

---

৪৭. আত-তাসাউফ ফি মিযানুল বাহাস ১/৫৫৯ পৃষ্ঠা।

৪৮. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫২৫-২৮ পৃষ্ঠা। (সংক্ষেপিত)

৪৯. তাক্বরীব : ৮৯৭।

৫০. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহিমাহুল্লাহ), মাসিক আল-হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬।

৫১. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহিমাহুল্লাহ), মাসিক আল-হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



হাদীস– ৩ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)–এর বর্ণনা। যা ইবনে লাহিয়াহ বর্ণনা করেছেন হাইওয়া বিন আব্দুল্লাহ থেকে তিনি আবু আব্দুর রহমান হাবালি থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে।[৫২] আমি (আলবানি) বলছি : মুতাবাআত ও শাহেদের ভিত্তিতে হাদীসটিতে কোনো সমস্যা নেই। হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : ইবনে লাহিয়াহ লাইয়িনুল হাদীস এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। হাফেয মুনযিরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন (৩/২৮৩) 'এর সনদ লাইয়িন (ত্রুটিযুক্ত)।' আমি (আলবানি) বলছি : কিন্তু তার তাবে' আছে রুশদায়ন বিন সা'দ বিন হায়ইয়া। যা ইবনে হাইওয়াহ তাঁর 'হাদীসে' (৩/১০/১) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান।

**বিশ্লেষণ– ৪ :**

বর্ণনাটি চারটি কারণে যঈফ :

(ক) আব্দুল্লাহ বিন লাহিয়ার ইখতিলাতের (বর্ণনার হেরফেরের) অভিযোগে যঈফ। ইবনে লাহিয়ার ইখতিলাতের জন্য দেখুন 'তাক্বরীতুত তাহযিব' (৩৫৬৩)।

(খ) সনদের অপর বর্ণনাকারী হাসান বিন মুসা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনে লাহিয়ার ইখতিলাতের পরে হাদীসটি শুনেছেন ।

(গ) অপর বর্ণনাকারী হাইওয়াহ বিন আব্দুল্লাহ মুনকার রাবী।

(ঘ) দ্বিতীয় সনদের রাবী রুশদায়ন বিন সা'দ নিজেই যঈফ।

এ সম্পর্কে বিবরণ নিম্নরূপ :

**ক) আব্দুল্লাহ বিন লাহিয়ার ইখতিলাত :** হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : ... صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه "তিনি সত্যবাদী। জীবনের শেষভাগে তাঁর কিতাবগুলো পুড়ে যায় ও স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয়।"[৫৩]

মুহাক্কিক্ব আমির আলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'তাক্বরিব'–এর টীকা "তা'ক্বিব"–এ লিখেছেন :

---

৫২. আহমাদ হা/৬৬৪২।
৫৩. তাক্বরিব পৃষ্ঠা ২৮৪।

صدوق كما قال المُصنف واذا امن التدليس منه فهو حجة فى رواية المُتقدمين عنه فانّها قبل التخلط.

"লেখক (ইবনে হাজার) তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন, এটা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন তিনি তাদলিস করেন না এবং মুতাক্বাদ্দিমীন (পূর্ববর্তীগণ) তাঁর থেকে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছেন– তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।"

এখানে মুতাক্বাদ্দিমীন–এর অর্থ কি? ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন:

وكان اصحابنا يقولون من سَمع منه قبل الاحتراق فصحيح كالعبادلة عبد الله بن وهب وابن المُبارك وابن يزيد المُقرئ وابن مسلمة القعنبى.

"আমাদের সাথীগণ (মুহাদ্দিসগণ) বলেছেন: যিনি তাঁর থেকে কিতাব পুড়ে যাওয়ার পূর্বে শুনেছেন এবং তাঁর শোনাটাও সহীহ, যেমন– 'আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ মাক্বার্রিয়ি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুসাল্লামাহ কা'নাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫৪]

হাফেয 'আব্দুল গণী সা'ঈদ আযদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–ও লিখেছেন:

اذا روى العبادلة عن ابن لَهيعة فهو صحيح.

"যখন দেখ 'আবাদালাহ ('আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তিগণ) 'আন ইবনে লাহি'য়াহ– তখন তা সহীহ।"[৫৫]

ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাহযিবে (৫/৩৭৮) লিখেছেন:

ضعفوه ولكن حديث ابن المُبارك وابن وهب والمُقرئ عنه احسن وأجود و بعض الائمة صحيح رواية هؤلاء عنه واحتج به.

"মুহাদ্দিসগণ তাঁকে যঈফ গণ্য করেন কিন্তু 'আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ মাক্বার্রিয়ি

৫৪. কিতাবুল মাজরুহিন ২/১১ পৃষ্ঠা, মিযানুল ই'তিদাল ২/৪৮২ পৃষ্ঠা।
৫৫. তাহযীব ৫/৩৭৮।

http://www.shottanneshi.com/

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ থেকে তাঁর বর্ণনা আহসান ও আজওয়াদ (খুবই উত্তম) বলেছেন। আবার অনেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং তাঁর থেকে দলীল নিয়েছেন।"

হানাফি মুহাক্কিক্ব নিমভি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন:

ذهب غير واحد من المحدثين الى ان سِماع من سَمع منه قديْما جيد.

"অনেক মুহাদ্দিস এদিকে গিয়েছেন যে, তাঁর থেকে যাদের সামা' (শোনা) প্রাচীন তাঁদের সামা' জাইয়েদ।"[৫৬]

এরপর তিনি "মিযানুল ই'তিদাল"-এর সূত্রে ইমাম ইবনে হিব্বানের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।"

হাদীস বিশ্লেষকদের এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল, ইবনে লাহিয়াহ থেকে যখন 'আবাদালাহ আরবা'আহ (চারজন 'আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তি) বর্ণনা করেন এবং যদিও তা মু'আন'আন না হয়– তবে সেটা হানাফীদের কাছেও সহীহ।[৫৭]

আলোচ্য বর্ণনাটিতে উক্ত চারজন আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তি না থাকায়, হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না।

হাফেয মুনযিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : رواه أحمد بإسناد لين "হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন, এর সনদ লাইয়িন (ত্রুটিযুক্ত)।[৫৮]

**খ) হাসান বিন মুসা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর হাদীস শ্রবণ :** এ বিষয়টি প্রমাণিত নয় যে, হাসান বিন মূসা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনে লাহিয়ার ইখতিলাত (বর্ণনা হেরফের) হওয়ার পূর্বে হাদীস শুনেছেন।[৫৯]

বরং ইমাম ইবনুল মাদিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিশ্চিত করেছেন যে,

الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لهيعة بآخره.

---

৫৬. আত-তা'লিকুল হাসান পৃষ্ঠা ৯, ১০।

৫৭. ইরশাদুল হক্ব আসরি, 'তাওযীহুল কালাম ফি উজুবি ক্বিরআতি খলফাল ইমাম' ১৯০-১৯৪ পৃষ্ঠা। (সংক্ষেপিত)

৫৮. আত–তারগীব ওয়াত–তারহীব ৩/৪৬০ হা/৪০৮০, আরও দ্র: ২/১১৯, হা/১৫১৯।

৫৯. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭–৮। মুস্ত াফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬।

http://www.shottanneshi.com/

"হাসান বিন মুসা ইবনে লাহিয়ার শেষাবস্থায় শুনেছেন।"[৬০]

**গ) হাইওয়াহ বিন আব্দুল্লাহ মুনকার রাবী :** ইবনে লাহিয়াহ হাদীসটি হাইওয়াহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি আব্দুর রহমান হাবালি থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই সনদের কয়েকটি মুনকার বর্ণনা 'হাইওয়াহ বিন আব্দুল্লাহ শাইখ ইবনে লাহিয়াহ' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে দলীল হয় যে, হাইওয়াহ বিন আব্দুল্লাহ ব্যাপক মুনকার বর্ণনা করতেন। আর তার এসব মুনকার বর্ণনার মধ্যে 'মধ্য শাবানের ফযিলতের' হাদীসও রয়েছে।[৬১]

**ঘ) দ্বিতীয় সনদের রাবী রুশদায়ন বিন সা'দ নিজেই যঈফ :** মুহাদ্দিস আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : "রুশদায়ন বিন সা'দের বর্ণনাটি ইবনে লাহিয়ার মুতাবাআত (সমর্থক)।[৬২]

অথচ রুশদায়ন বিন সা'দ (مفلح المهرى) নিজেই যঈফ।[৬৩]

হাফেয হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : ضعفه الجمهور 'জমহুর (অধিকাংশ মুহাদ্দিস) তাকে যঈফ গণ্য করেছেন।"[৬৪]

ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

منكر الحديث وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث.

"সে মুনকারুল হাদীস, তার ভিতের গাফিলতির দোষ ছিলো। সে সিক্বাহ রাবীদের থেকে মুনকার বর্ণনা করতো। যঈফুল হাদীস।"[৬৫]

---

৬০. মুসনাদে ফারুক লি ইবনে কাসির ২/৬৪৯ পৃষ্ঠা। মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৩৫ পৃষ্ঠা।

৬১. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৩৪ পৃষ্ঠা।

৬২. আস–সহীহাহ ৩/১৩৬ ও ১০/৩ حديث ابن حيويه।

৬৩. দ্রঃ তাক্বরীবুত তাহযীব : ১৯৪২। শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭–৮। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬।

৬৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৬০, ৫/৬৬। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৭।

http://www.shottanneshi.com/

ইমাম জাওযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : عنده معاضيل ومناكير كثيرة "সে মু'দাল ও ব্যাপক মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।"[৬৬]

ইমাম নাসাঈ[৬৭] ও হাফেয ইবনে হাজার[৬৮] তাঁকে মাতরুক বলেছেন।

এ কারণে এ ধরনের রাবী মুতাবাআত হতে পারে না। সুস্পষ্ট হল, হাদীসটি যঈফ।[৬৯]

সুতরাং বর্ণনাটির দু'টি সনদই যঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটি হাসান নয়।[৭০]

<u>**শাইখ আলবানী– ৫ :**</u>

٤ - و أما حديث أبي موسى فيرويه ابن لهيعة أيضا عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال : سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . أخرجه ابن ماجه (١٣٩٠) و ابن أبي عاصم اللالكائي . قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة . و عبد الرحمن و هو ابن عرزب والد الضحاك مجهول . و أسقطه ابن ماجه في رواية له عن ابن لهيعة.

<u>হাদীস– ৪:</u> আর আবু মুসা আশআরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস। যা বর্ণনা করেছেন পূর্বোক্ত ইবনে লাহিয়াহ, তিনি যুবায়ের বিন সালিম থেকে, তিনি যাহহাক বিন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেছেন : আমি আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করছেন।[৭১]

আর ইবনে আবু আসিম লালকাঈও বর্ণনা করেছেন। আমি (আলবানি) বলছি : ইবনে লাহিয়ার জন্য সনদটি যঈফ। আর আব্দুর রহমান হলেন

---

৬৫. জারাহ ওয়াত তা'দিল ৩/৫১৩।

৬৬. আহওয়ালুর রিজাল ২৭৫ নং।

৬৭. আয-যুআফা : ২১২।

৬৮. তালখিসুল হাবির ১/১৫।

৬৯. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৩৬ পৃষ্ঠা।

৭০. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭–৮। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬।

৭১. ইবনে মাজাহ ১৩90।

http://www.shottanneshi.com/

ইবনে উরযাব, তিনি যাহ্হাকের পিতা মাজহুল ছিলেন। ইবনে মাজাহ বর্ণনাটি ইবনে লাহিয়াহ থেকে বর্ণনা করে ছেড়ে দিয়েছেন।

**বিশ্লেষণ- ৫ :**

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজেই ইবনে লাহিয়াহকে যঈফ বলেছেন এবং যাহহাকের পিতাকে মাজহুল বলেছেন। অর্থাৎ এই হাদীসটিও মুতাবাআত বা শাহেদ হিসেবে প্রথমোক্ত মুয়াজ বিন জাবালের হাদীসকে শক্তিশালী করে না। সংক্ষেপে বর্ণিত দু'টি সনদের বিবরণ নিম্নরূপ :

**প্রথম সনদ :** ১) ইবনে লাহিয়াহ যঈফ, মুদাল্লিস ও ইখতিলাতের ত্রুটিযুক্ত। যেভাবে পূর্বে গত হয়েছে।

২) যুবায়ের বিন সালিম– মাজহুল।[৭২]

৩) আব্দুর রহমান বিন উরযাব– মাজুহল।[৭৩]

কিছু সংস্করণে ভুলক্রমে রাবী' বিন সুলায়মান ও যুবায়ের বিন সুলায়মান ছাপা হয়েছে।[৭৪]

**জ্ঞাতব্য :** ইবনে আবি আসিমের 'আস-সুন্নাহ' (১/২২৩ হা/৫১০)-এ ইবনে লাহিয়াহর উস্তাদ যুবায়ের বিন সালিমের পরিবর্তেও রাবী' বিন সুলায়মান আছেন। আবার 'শরহে উসূল ই'তিক্বাদি আহলুস সুন্নাহ লিল–লালকাঈ' (৩/৪৪৭ হা/৭৬৩)–এ যুবায়ের বিন সুলায়মান আছেন।

এ দু'টি নামই ভুল। প্রকৃত নাম হবে যুবায়ের বিন সালিম। যেভাবে আল্লামাহ মিযযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'তাহযিবুল কামালে' ব্যাখ্যা করেছেন।

**দ্বিতীয় সনদ :** ইবনে মাজাহ'র (হা/১৩৯০) অপর সনদটিও যঈফ। কেননা,

১) এখানেও পূর্বোক্ত ইবনে লাহিয়াহ আছেন।

২) এখানে ওয়ালিদ বিন মুসলিম আছেন। তিনি 'তাদলিসে তাসবিয়্যাহ'-এর ত্রুটিযুক্ত।[৭৫]

---

৭২. তাক্বরিবুত তাহযিব : ১৯৯৬।

৭৩. তাক্বরিব : ৩৯৫০। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৭।

৭৪. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৮।

৭৫. তাক্বরিব : ৮৩৯৭।

http://www.shottanneshi.com/

তাদলিসে তাসবিয়াহ : শায়খ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়েছে এমন দু'জন সিক্বাহ রাবীর মধ্যস্থলের দুর্বল রাবীকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে তাদলিসে তাসবিয়াহ বলে।[৭৬]

৩) যাহহাক বিন আয়মান– মাজহুল রাবী।[৭৭]

পূর্ণাঙ্গ সনদটি নিম্নরূপ :

حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك ابن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري.

**সনদে ইখতিলাফ (বিরোধ) :** প্রথম সনদটি আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় সনদে ওয়ালিদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেছেন ইবনে লাহিয়াহ থেকে যুবায়ের বিন সালিমের বদলে যাহহাক বিন আয়মান থেকে। অপর একটি বিরোধ হলো, عن ابيه (তার পিতা) এর মধ্যস্থতা এখানে উল্লেখ নেই।

**সনদে ইনক্বিতা' (বিচ্ছিন্নতা) :** আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর উপস্থাপিত সনদে যাহহাক বিন আব্দুর রহমান عن ابيه (তার পিতা)–এর মধ্যস্থতায় বর্ণনা করা এবং ওয়ালিদ (বিন মুসলিম)–এর সনদে عن ابيه (তার পিতা)–এর মধ্যস্থতা উল্লেখ ছাড়া বর্ণনা করাটা ধৃষ্টতা। কেননা যাহহাক (বিন আব্দুর রহমান)–এর আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শোনাটা নিশ্চিত নয়। এ কারণে সনদটি মুনক্বাতে। হাফেয ইরাক্বি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–ও ইমাম আবু হাতিমের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, যাহহাক থেকে আবু মুসার বর্ণনা মুরসাল।[৭৮]

আল্লামাহ মানাভিও একই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৭৯]

যেভাবে যাহহাকের সাথে আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)–এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়, তেমনি তার পিতার সাক্ষাৎও প্রমাণিত নয়। কেননা আবুল হাসান সিন্ধি

---

৭৬. ড. মুহাম্মাদ আত-তাহহান, হাদীসের পরিভাষা (ইফা) পৃষ্ঠা ৭১।

৭৭. তাক্বরিব : ২৯৬৫। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৭।

৭৮. তুহফাতুত তাহসিল লিলইরাক্বি পৃষ্ঠা ১৫৪।

৭৯. ফয়যুল ক্বাদির লিলমানাভি ২/২৬৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাফেয মুনযিরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন : আব্দুর রহমান বিন উরযাবের সাথে সাহাবি আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)–এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়।[৮০]

অর্থাৎ সনদটি মুনক্বাতে'।

সুতরাং যে বর্ণনার এমন করুণ অবস্থা, সেটা কিভাবে অন্য যঈফ বর্ণনাকে শক্তি বা সমর্থন যোগাবে?

**শাইখ আলবানী– ৬ :**

٥ - و أما حديث أبي هريرة فيرويه هشام بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعا بلفظ : " إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن " . أخرجه البزار في " مسنده " ( ص ٢٤٥- زوائده ) . قال الهيثمي : " و هشام بن عبد الرحمن لم أعرفه , و بقية رجاله ثقات " .

হাদীস– ৫: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বর্ণিত হাদীস। যা হিশাম বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে মারফু' সূত্রে এই শব্দে : যখন মধ্য (১৫) শাবানের রাত আসে, তখন আল্লাহ তাআলা মুশরিক ও শত্রুতা পোষণকারী ছাড়া সমস্ত বান্দাদের ক্ষমা করে দেন।"[৮১] বর্ণনা করেছেন। হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : হিশাম বিন আব্দুর রহমানকে চেনা যায় না। অন্যান্য রাবীগণ সিক্বাহ।

**বিশ্লেষণ-৬ :**

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজেই ইমাম হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর সূত্রে হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

তেমনি হাফেয বাযযার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হিশাম একাকী হওয়ায় বলেছেন : হিশাম বিন আব্দুর রহমানের কোনো মুতাবি' নেই।[৮২]

অপরিচিত বা মাজহুল রাবীর কারণে হাদীস যঈফ হয়। কেননা তার সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায় না। অথচ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীদের আদল (সততা ও নির্ভরযোগ্যতা) নিশ্চিত হওয়া জরুরি। এমন বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন–

---

৮০. মিরআতুল মাফাতিহ ৪/৩৪। মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

৮১. বাযযার তাঁর 'মুসনাদে যাওয়ায়েদে' পৃষ্ঠা ২৪৫।

৮২. কাশফুল আশতার ২/৪৩৬ হা/২০৪৬। মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৪১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

ক) ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একজন মাজহুল রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন :

زينب هذه مجهولة، لا تقيم بها حجّة.

"এখানে যয়নাব মাজহুল। তার দ্বারা হুজ্জাত (দলীল) ক্বায়েম হয় না।"[৮৩]

খ) ইমাম তাবারি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–ও অনুরূপ বলেছেন।[৮৪]

গ) ইমাম ইবনুল মুনযির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

المجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه، اذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة.

"মাজহুল রাবী থেকে দলীল গ্রহণ জায়েয নয়। এক্ষেত্রে সেটা মুনক্বাতে হওয়ার অর্থ হয়। যার দ্বারা হুজ্জাত ক্বায়েম হয় না।"[৮৫]

এমতাবস্থায় এত দুর্বল সনদের হাদীস অপর কোন দুর্বল হাদীসটি শক্তিশালী করতে পারে না।

**ইমাম আ'মাশ ব্যাপক তাদলিসকারী :** এই হাদীসের অপর দুর্বলতা হলো, সুলায়মান বিন মিহরান। যিনি আ'মাশ লক্বে পরিচিত। হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসিন' (পৃষ্ঠা ৪২–৪৩) গ্রন্থে মুদাল্লিস হিসেবে দ্বিতীয় স্তরের গণ্য করেছেন। অর্থাৎ যাদের তাদলিস কম হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'আন-নাকতু আলা কিতাবি ইবনুস সিলাহ' (২/৬৪ পৃষ্ঠা)–এ তাকে তৃতীয় স্তরের গণ্য করেছেন। যা হাফেয ইবনে হাজারের ভাষায় নিম্নরূপ :

من أكثروا من التدليس وعرفوا به.

"যে বেশী তাদলিস করে, তার পরিচয়ও তাদলিসেই।"

উল্লেখ্য যে, 'আন-নাকতু' হাফেয ইবনে হাজারের 'তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীনের' পরের কিতাব। তা ছাড়া ড. মুসাফফার দায়মানিও হাফেয

---

৮৩. সুনানে দারা কুতনি ১/১৪১ হা/৪৯৮।

৮৪. ফতহুল বারি লিইবনে হাজার : ১০/১৯৫।

৮৫. আওসাত লিইবনে মুনযির ২/২২৩ মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৮।

http://www.shottanneshi.com/

ইবনে হাজারের উপর গবেষণা করতে গিয়ে বলেছেন : হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে বর্ণনা করেছেন।[৮৬]

বুঝা যাচ্ছে, আ'মাশ ব্যাপক তাদলিসকারী। হাফেয আবু যুরআহ ইবনে ইরাক্বি, হাফেয সুয়ূতি, ইমাম যাহাবি, ইমাম মুক্বাদ্দিসি রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখও তাকে মুদাল্লিস গণ্য করেছেন।[৮৭]

এ ছাড়াও হাফেয আল-লাঈ তাকে বলেছেন : مشهور بالتدليس مكثر منه ।[৮৮]

ইমাম আ'মাশ যঈফ, মাজহুল ও মাতরুক রাবীদের থেকে তাদলিস করতেন। এর সাথে সাথে তিনি 'তাদলিসে তাশবিয়াহ'র অধিকারী। যেভাবে উসমান বিন সাঈদ আদ-দারামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৯] ও খতিব বাগদাদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৯০]

আলোচ্য বর্ণনাটি আ'মাশ বর্ণনা করেছেন আবু সালেহ থেকে। যা মুআনআন হওয়ার কারণে যঈফ।

**সিদ্ধান্ত :** এই বর্ণনাটি হিশামের মাজহুল হওয়া ও সুলায়মানের (আ'মাশের) তাদলিসের কারণে যঈফ। আর এ ধরনের বর্ণনা অন্য বর্ণনার মুতাবাআত ও সমর্থনে গ্রহণযোগ্য নয়।[৯১]

**শাইখ আলবানী– ৭ :**

٦ - و أما حديث أبي بكر الصديق فيرويه عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عنه . أخرجه البزار أيضا و ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص ٩٠ ) و ابن أبي عاصم و اللالكائي في " السنة " ( ١ / ٩٩ / ١ ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( ٢ / ٢ ) و البيهقي كما في " الترغيب " ( ٣ / ٢٨٣ ) و قال : " لا بأس بإسناده " ! و قال

---

৮৬. তাদলিস ফিল হাদীস পৃষ্ঠা ৩০৫।
৮৭. আল-কিফায়াহ লিলখতিব বাগদাদি ২/৩৮৭ পৃষ্ঠা।
৮৮. জামেউত তাহসিল লিল আল-লাঈ পৃষ্ঠা ২২৮, নং: ২৫৮।
৮৯. তারিখে উসমান দারামি পৃষ্ঠা ২৪৩।
৯০. আল-কিফায়াহ ২/৩৯০ পৃষ্ঠা, ১১৬৯ নং।
৯১. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



الهيثمي : " و عبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " و لم يضعفه . و بقية رجاله ثقات " ! كذا قالا , و عبد الملك هذا قال البخاري : " في حديثه نظر " . يريد هذا الحديث كما في " الميزان ".

হাদীস– ৬: আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)–এর হাদীস। এটি বর্ণনা করেছেন, আব্দুল মালেক বিন আব্দুল মালিক, তিনি মুসআব বিন আবু যায়েব থেকে, তিনি ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ থেকে তিনি তার পিতা বা চাচা থেকে, তিনি আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে। বাযযার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে খুযায়মাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'তাওহীদে' (পৃষ্ঠা ৯০), ইবনে আবি আসিম ও লালকাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁদের 'সুনানে' (১/৯৯/১)। আবু নাঈম তাঁর 'আখবারে ইস্পাহানে' (২/২), বায়হাক্বি 'তারগিবে' (৩/২৮৩)। তিনি বলেন : এর সনদে কোনো সমস্যা নেই! হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আব্দুল মালিক বিন আব্দুল মালিক সম্পর্কে ইবনে আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'জারাহ ওয়া তাদীল'–এ বলেন : সে যঈফ না, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ"! যেভাবে বলা হয়েছে। আব্দুল মালেক সম্পর্কে বুখারীর উক্তি হলো : তাঁর হাদীসে নযর আছে। যা মূলত এই (মধ্য শাবানের) হাদীসকে উদ্দেশ্য করেছেন। যেভাবে (যাহাবির) 'মিযানে' বর্ণিত হয়েছে।

**বিশ্লেষণ-৭ :**

হাফেয হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আবু হাতিমের 'জারাহ ও তা'দিলের' সূত্রে বলেছেন : আব্দুল মালিক বিন আব্দুল মালিককে যঈফ বলেন নি, আর আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সেটার সমর্থনে লেগে গেলেন। অথচ ইমাম আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদীসটির তিনজন রাবীকে মাজহুল (যঈফ) গণ্য করেছেন। ১) আব্দুল মালিক বিন আব্দুল মালিক, ২) তাঁর শিষ্য, ৩) আব্দুল মালিকের উস্তাদ।

ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করছি :

مصعب بن ابی ذئب روی عن القاسم بن محمد روی عنه عبد الملك ابن ابی ذئب. وروی عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن ابی ذئب هذا. سمعت ابی يقول ذلك ويقول لا يعرف منهم الا القاسم بن محمد يعنی في الاسناد.

http://www.shottanneshi.com/

"মুসআব বিন আবু যাইব : তিনি বর্ণনা করেছে ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে। আর তার থেকে বর্ণনা করেছেন মালিক ইবনে আবি যাইব। আবার আমর বিন হারিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালিক বিন আব্দুল মালিক থেকে, তিনি মুসআব বিন আবু যাঈব থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন : আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : তাদের কাউকে চিনি না কেবল ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ ছাড়া– অর্থাৎ এই সনদের ক্ষেত্রে।"[৯২]

অর্থাৎ ইমাম আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো, হাদীসটির তিনজন রাবী মাজহুল। তবে ইমাম দারা কুতনি মুসআব বিন আবু যায়েবকে মাতরুক গণ্য করেছেন।[৯৩]

**আব্দুল মালেকের মুনকার বর্ণনা :** হাফেয আবু হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আব্দুল মালেককে মাজহুল গণ্য করেছেন। অথচ গ্রহণযোগ্য কথা হলো, সে যঈফ রাবী এবং তার বর্ণনা মুনকার। কেননা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটির (সনদের) প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন : فيه نظر حديثه في أهل المدينة 'আহলে মাদিনার নিকট হাদীসটির ব্যাপারে নযর (আপত্তি) আছে।'[৯৪]

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর আলোচ্য জারাহটি হাফেয ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আব্দুল মালেকের আলোচনাতে উল্লেখ করেছেন।[৯৫]

হাফেয বাগাভি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'শরহে সুন্নাহ' (৪/১২৭ পৃষ্ঠা)-তেও আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করে একই জারাহ করেছেন। সর্বোপরি এই দুই ইমামও ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে সমর্থন করেছেন।

ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর ইঙ্গিত حديثه في أهل المدينة–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর ইঙ্গিত মধ্য শা'বানের রাতের ফযিলত হিসেবে বর্ণিত হাদীসের প্রতি, যা আব্দুল মালেক বর্ণনা করেছেন।[৯৬]

---

৯২. জারাহ ওয়াত তা'দিল ৮/৩০৬-০৭ তরজমা (বিবরণ) : ১৪১৮।

৯৩. সুওয়ালাতুল বুরকানি : ৫০৮ নং।

৯৪. তারিখুল কাবির ৫/৪২৪-২৫ পৃষ্ঠা।

৯৫. আল–কামিল লিইবনে আদি ৫/১৯৪৬।

৯৬. মিযানুল ই'তিদাল ২/৬৫৯, সংক্ষেপিত।

তা ছাড়া ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর শিষ্য আদাম বিন মুসা বলেছেন : ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৯৭]

যুআফাউল কাবির (৩/২৯) ও মিযানুল ই'তিদালে (২/৬৫৯)-এ ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর فيه نظر حديثه জারাহ উল্লিখিত হয়েছে। যার দাবী হাদীসটি খুবই যঈফ।

হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে একই শব্দ উল্লেখ করেছেন।[৯৮]

হাফেয ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন :

منكر الحديث جدًا، يروى مالا يتابع عليه فالأولى في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار.

"তিনি খুবই মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন। এমন হাদীস বর্ণনা করতেন যার কোনো মুতাবাআত নেই। এ কারণে যে বর্ণনাতে তিনি একক সেটা ত্যাগ করাই উচিৎ।"[৯৯]

এ কারণে হাফেয দারা কুতনি তাকে মাতরুকুল হাদীস বলেছেন।[১০০]

এ সমস্ত কারণে হাদীসটি মুনকার ও অত্যন্ত যঈফ, যার ভিত্তি হলো আলোচ্য আব্দুল মালেক। ...

হাফেয ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন :

عبد الملك بن عبد الملك معروف بهذا الحديث، ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث، وهو حديث منكر بهذا الإسناد.

"আব্দুল মালেক বিন আব্দুল মালেক এই হাদীসটির জন্য প্রসিদ্ধ। আর তার থেকে আমর বিন হারিস ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করে নি। হাদীসটি এই সনদে মুনকার।"[১০১]

---

৯৭. আয-যুআফাউল কাবির লিল উক্বায়লি ৩/২৯ পৃষ্ঠা।
৯৮. লিসানুল মিযান ৪/৬৭।
৯৯. আল-মাজরুহিন লি ইবনে হিব্বান ২/১৩৬ পৃষ্ঠা।
১০০. সুওয়ালাতুল বুরকানি : ৩০৪ নং।
১০১. আল-কামিল লিইবনে আদি ৫/১৯৪৬ পৃষ্ঠা।


http://www.shottanneshi.com/

Contents



হাফেয ইবনে জাওযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : هذا حديث لا يصح ولا يثبت "এই হাদীসটি সহীহ নয়, প্রমাণিতও নয়।"[১০২]

**সনদটির সূত্র মুনক্বাতের (বিচ্ছিন্নতার) উপর মুনক্বাতে (বিচ্ছিন্ন) :** হাদীসটি যঈফ হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দিক এটি সন্দেহযুক্ত عن أبيه أو عن عمه عن أبو بكر الصديق - সনদে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এখানে عن أبيه– দ্বারা মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দিককে বুঝানো হয়েছে। আর عن عمه দ্বারা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিককে বুঝানো হয়েছে।

যদি প্রথমটি সঠিক গণ্য করা হয়, সেক্ষেত্রে ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদের নিজের পিতা থেকে শোনাটা প্রমাণিত নয়। হাফেয আল-লাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি),[১০৩] হাফেয যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি),[১০৪] হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[১০৫] এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন।

অনুরূপ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর নিজের পিতা আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শোনাটা সম্ভব ছিলো না। কেননা মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিদায় হজ্জের সফরে জন্মগ্রহণ করেন।[১০৬]

যখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মারা যান, তখন তার ছেলের বয়স তিন বছরের কম ছিলো।[১০৭]

হাফেয বাযযার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবু বকর নিজের কম বয়সের কারণে নিজের পিতা থেকে হাদীস শোনেননি।[১০৮]

---

১০২. আল-ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ লিইবনে জাওযি ২/৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা।
১০৩. জামিউত তাহসিলে ৩১০ পৃষ্ঠা।
১০৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ৫/৫৪ পৃষ্ঠা।
১০৫. আল-আমালিউল মুতলাক্বাহ পৃষ্ঠা ১২২।
১০৬. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৪/১৬৭ হা/২৬১০, জামিউত তাহসিল লিল 'আল্লাঈ পৃষ্ঠা ৩১০।
১০৭. আল-বাহরুয যাখখার ১/১৫৬ পৃষ্ঠা।
১০৮. আল-বাহরুয যাখখার ১/১৫৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

সর্বোপরি সনদটি মুনক্বাতের উপর মুনক্বাতের দোষে দোষী। ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ নিজের পিতা মুহাম্মাদ থেকে শোনেননি। আর মুহাম্মাদ নিজের পিতা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শোনেননি।

**হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলার জবাব :** যদি সনদের অপর ধারাবাহিকতা– অর্থাৎ ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ নিজের চাচা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর থেকে বর্ণনাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে হাদীসটি মুত্তাসিল। কেননা ক্বাসেম নিজের চাচা আব্দুর রহমান বিন আবু বকরকে পঁয়তাল্লিশ বছর পেয়েছেন। তা ছাড়া তিনি তাদলিসকারীও ছিলেন না। আর এ কারণে হাফেয ইবনে হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১০৯]

কিন্তু ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ থেকে তাঁর চাচার বর্ণনা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সনদের অন্যান্য রাবীগণ সিক্বাহ ও সুদুক্ব হবেন। অথচ এটা সবার জানা যে, মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসটিকে আব্দুল মালেকের জন্য মুনকার হিসেবে গণ্য করেছেন। তা ছাড়া আমর ইবনুল হারিস ও মুসআব বিন আবু যাইব উভয়ই মাজহুল। এ কারণে হাসান ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক عن عمه সনদটিকে হাসান বলাটা সঙ্গত হয়নি।[১১০]

**শাইখ আলবানী– ৮**

٧ - و أما حديث عوف ابن مالك فيرويه ابن لهيعة عن عبد الرحمن ابن أنعم عن عبادة ابن نسي عن كثير بن مرة عنه . أخرجه أبو محمد الجوهري في " المجلس السابع " و البزار في " مسنده " ( ص٢٤٥) و قال : " إسناده ضعيف " .

قلت : و علته عبد الرحمن هذا و به أعله الهيثمي فقال : " و ثقة أحمد بن صالح و ضعفه جمهور الأئمة , و ابن لهيعة لين و بقية رجاله ثقات " . قلت : و خالفه مكحول فرواه عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . رواه البيهقي و قال : " هذا مرسل جيد " . كما قال المنذري . أخرجه اللالكائي ( ١ / ١٠٢/ ١ ) عن عطاء بن يسار و مكحول و الفضل بن فضالة بأسانيد مختلفة

---

১০৯. আল-আমালিউল মুতলাক্বাহ লিইবনে হাজার পৃষ্ঠা১২২।

১১০. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৪৩–৪৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

عنهم موقوفا عليهم و مثل ذلك في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي . و قد قال الحافظ ابن رجب في " لطائف المعارف " ( ص١٤٣) : " و في فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة و قد اختلف فيها , فضعفها الأكثرون و صحح ابن حبان بعضها و خرجه في " صحيحه " و من أمثلها حديث عائشة قالت : فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ... " الحديث .

হাদীস- ৭ : আওফ বিন মালেকের হাদীস। যা ইবনে লাহিয়াহ বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন আনআম থেকে, তিনি উবাদাহ বিন নাসিয়া থেকে, তিনি কাসির বিন মুর্রাহ থেকে, তিনি আওফ বিন মালিক থেকে।[১১১]

আমি আলবানি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলছি : আব্দুর রহমানের ক্রুটি আছে। হাফেয হায়সামি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও তার বড় ক্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আহমাদ বিন সালেহ তাকে সিক্বাহ বলেছেন, জমহুর ইমামগণের নিকট তিনি যঈফ। আর ইবনে লাহিয়াহ লাইয়িনুল হাদীস এবং অন্যান্যরা সিক্বাহ।

আমি (আলবানি) বলছি : মাকহুল এখানে উবাদাহ বিন নাসিয়া থেকে খেলাফ (ভিন্নতাসহ) বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো, কাসির বিন মুর্রাহ থেকে মুরসালভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। যা বায়হাক্বি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : এটি মুরসাল জাইয়েদ। যেভাবে মুনযিরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন।

আবার আল-লালকাই (১/১০২/১) উল্লেখ করেছেন আতা বিন ইয়াসার, মাকহুল ও ফাযল বিন ফুযালাহ থেকে বিভিন্ন সনদে। যা তাদের সাথে মওকুফভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা মারফু' হুকুম সম্পন্ন। কেননা একক বর্ণনাকারী সেটা বলেননি। আর হাফেয ইবনে রজব 'লাতায়িফুল মাআরিফে' (পৃষ্ঠা ১৪৩) বলেছেন : নিসফে শা'বানের রাতে ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এতে ইখতিলাফ আছে। যা অধিকাংশ (মুহাদ্দিস) যঈফ বলেছেন। আর ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এগুলোর কোনো কোনোটাকে

---

১১১. আবু মুহাম্মাদ জাওহারি 'আল-মাজলিসুস সাবি', আর বাযযার তাঁর 'মুসনাদে' (পৃষ্ঠা ২৪৫), তিনি বলেছেন : এর সনদ যঈফ।

সহীহ বলেছেন ও তাঁর 'সহীহ'-তে উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদীস। তিনি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন :

فقدت النبي ﷺ ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : (اللّٰهُمَّ إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك).

"আমি এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁর পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকল। তিনি সিজদাতে ছিলেন এবং তাঁর পা দুটো দাঁড় করানো ছিলো। এ অবস্থায় তিনি বলেছেন : (ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে আপনার আশ্রয় চাই। আপনার প্রশংসা ও গুণগান করার শক্তি আমার নেই। আপনি নিজে আপনার যেভাবে প্রশংসা করেছেন, আমি ঠিক তদ্রূপ।"

**বিশ্লেষণ-৮ :**

আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটিকে যঈফ হওয়া স্বীকার করেছেন। এ ছাড়া তিনি এটাও বলেছেন মাকহুল এখানে উবাদাহ বিন নাসিয়ার খেলাফ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে, আব্দুর রহমান আফ্রিক্বি যঈফ। তা ছাড়া এখানে তার শিষ্য ইবনে লাহিয়াহও আছেন। যা ইবনে লাহিয়াহর আলোচ্য বিষয়ের তৃতীয় হাদীস। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবু মুসা আশআরি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসের রাবীও ইবনে লাহিয়াহ। এ ছাড়াও আমরা তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাক্ষ্য সম্পর্কেও আলোচনা করে এসেছি।

এ কারণে পুনরায় এখানে ইবনে লাহিয়ার বর্ণনা খণ্ডনে তার শিথিলতার দাবী পুণঃব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই তাছাড়া এখানে ইযতিরাবের সমস্যা আছে। যা পূর্বে মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবু সা'লাবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের আলোচনাতে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীসেও বিষয়টি কিছুটা আসবে।

আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বয়ং হাদীসে ইখতিলাফের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উবাদাহ বিন নাসিয়ার বিরোধী বর্ণনা করে কাসির বিন মুর্রাহ থেকে মুরসালভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসের বর্ণনা কাসির বিন মুর্রাহ বা মাকহুলের ইখতিলাফ থেকে অনেক বেশী বিরোধপূর্ণ। আর এর প্রত্যেক সনদ অপর সনদ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যঈফ। এটা এমন ইযতিরাব যা দ্বারা একটি সনদকে অপরটি দ্বারা প্রাধান্য দেয়াটা ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। এসব মুযাতারাব সনদের মধ্যে একটি মারফু সনদও রয়েছে, যার সাক্ষ্য হিসেবে আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছয়টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

**হাদীসের সনদে ইযতিরাব :** কাসির বিন মুর্রাহ যখন উবাদাহ বিন নাসিয়ার বর্ণনাটি উল্লেখ করেন, তখন ইবনে লাহিয়াহ ও আব্দুর রহমান (আফ্রিক্বি) সেটা মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে যখন মাকহুল ও খালিদ বিন মু'দান কাসির থেকে বর্ণনা করেন তখন সেটাকে মুরসাল বর্ণনাতে পরিণত করেন।

... [অতঃপর শাইখ ইরশাদুল হক্ব আসরি সনদগত ব্যাপক মতপার্থক্য বিভিন্ন কিতাবের সূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। এর পর লিখেছেন :]

এতো ইযতিরাবের কারণে হাফেয দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আলোচ্য মর্মের হাদীসটি প্রমাণিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন।... যখন কোনো রাবী এটিকে মারফু' বর্ণনা করেছেন তখন শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সেটিকে পূর্ববর্তী হাদীসের শাহেদ হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ সনদটিতো নিজেই ইযতিরাব সৃষ্টি করেছে। এ কারণে হাদীসটির অস্তিত্ব থাকা বা না-থাকা সমান কথা। সর্বোপরি এই হাদীসের অবস্থাও সেটাই যা মুআয বিন জাবাল ও আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হাদীসে এসেছে। তা ছাড়া ইবনে লাহিয়ার হাদীসের বর্ণনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু মুসা আশআরি বর্ণনাতে এসেছে।[১১২]

তাছাড়া আলোচ্য সনদের আব্দুর রহমান (বিন যিয়াদ বিন আনআম আফ্রিক্বি) রাবী জমহুর মুহাদ্দিসের নিকট যঈফ, তিনি মুদাল্লিসও বটে।

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف بالإتفاق.

---

১১২. মাক্বালাতে আসরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৪৯–৫৩ পৃষ্ঠা। (সংক্ষেপিত)

http://www.shottanneshi.com/

"আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ আফ্রিক্বি, সে যঈফ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য আছে।"[১১৩]

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁকে 'আল-মাজরুহিনে' (২/৫০) উল্লেখ করেছন। ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে মুদাল্লিস গণ্য করেছেন।[১১৪]

হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : ضعيف في حفظه.... وكان رجالا صالحا

"তিনি স্মৃতিশক্তিতে দূর্বল .... তিনি সালেহ ব্যক্তি ছিলেন।"[১১৫]

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহীহ ইবনে হিব্বানের (হা/১৯৩২) যে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার সাথে নিসফে শা'বানের কোনো সম্পর্ক নেই। হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও (হা/১১১৮) বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উভয়েই হাদীসটি রুকু' বা সিজদাতে কি দুআ পাঠ করতে হয় মর্মের অনুচ্ছেদের এনেছেন। সুস্পষ্ট হলো, নিসফে শাবানের ফযিলতের পক্ষে কোনো সহীহ বা হাসান হাদীস নেই।

**<u>শাইখ আলবানী– ৯</u>**

٨ - و أما حديث عائشة فيرويه حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عنه مرفوعا بلفظ : " إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا , فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب " . أخرجه الترمذي ( ١ / ١٤٣) و ابن ماجه (١٣٨٩) و اللالكائي ( ١ / ١٠١/ ٢ ) و أحمد ( ٦/ ٢٣٨) و عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( ١٩٤/ ١ - مصورة المكتب ) و فيه قصة عائشة في فقدها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة .

و رجاله ثقات لكن حجاج و هو ابن أرطأة مدلس و قد عنعنه , و قال الترمذي " و سمعت محمد ( يعني البخاري ) : يضعف هذا الحديث " .

و جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب و الصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث ,

---

১১৩. খুলাসাতুল আহকাম লিননববী ১/৪৪৯।

১১৪. মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৯।

১১৫. তাক্বরীব : ৩৮৬২। শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল–হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৯।

فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في " إصلاح المساجد " ( ص ١٠٧ ) عن أهل التعديل و التجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح , فليس مما ينبغي الاعتماد عليه , و لئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك . و الله تعالى هو الموفق .

হাদীস– ৮ : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস। যা বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ বিন ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির, তিনি বর্ণনা করেছেন উরওয়া থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মারফু' সূত্রে, যার বাক্যগুলো হলো : আল্লাহ তাআলা মধ্য (১৫) শা'বানের রাতে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হন, তখন ক্বালব গোত্রের ছাগলের লোমের পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করেন।" [তিরমিযী (১/১৪৩), ইবনে মাজাহ (১৩৮৯), লালকাঈ (১/১০১/২), আহমাদ (৬/২৩৮), আবদ বিন হুমায়দ তাঁর 'মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ' (১/১৯৪– ফটোকপিকৃত)–এর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)–এর একদিনের রাতের ঘটনাতে।

এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ, কিন্তু হাজ্জাজ– যিনি ইবনে আরতাত মুদাল্লিস এবং এখানে তার থেকে আনআনাহ রয়েছে। আর তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : আমি মুহাম্মাদ [ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)]-কে বলতে শুনেছি : এই হাদীসটিকে তিনি যঈফ বলেছেন।

সারকথা হল এই যে, নিশ্চয় এই হাদীসটি এই সকল সূত্র পরম্পরা দ্বারা সহীহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সহীহ হওয়া এর থেকে কম সংখ্যক বর্ণনার দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে যায়, যতক্ষণ না মারাত্মক কোনো দুর্বলতা থেকে বেঁচে যায়, যেমন এই হাদীসটির ক্ষেত্রে হয়েছে। যেভাবে শাইখ কাসেমি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "ইসলাহুল মাসাজিদ" গ্রন্থে (১০৭ পৃষ্ঠায়) 'জারাহ ও তা'দিল' ইমামদের থেকে উল্লেখ করেছেন যে, "মধ্য শা'বানের রাতের ফযিলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই।" সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবে না। আর যদি কেউ তা মেনে নেয় সে হবে ঝাঁপিয়ে পড়া (ঘাড়তেড়া) স্বভাবের, আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উদ্ভাবনের কোন যোগ্যতাই নেই, ঐ রকম যোগ্যতা যেভাবে আমি (তাহক্বীক্ব) করলাম। আল্লাহ তাআলা তাওফিক্বদাতা।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



**বিশ্লেষণ-৯ :**

ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

سمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحي بن أبي كثير لم يسمع من عروة و الحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحي بن أبي كثير.

"আমি ইমাম বুখারীকে (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলতে শুনেছি, এই হাদীসটি যঈফ। এই সনদটিতে ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির 'উরওয়াহ থেকে শোনেন নি। আবার হাজ্জাজ বিন আরতাতও ইয়াহইয়া থেকে শোনেননি।[১১৬]

জমহুরের নিকট হাজ্জাজ বিন আরতাত যঈফ ও মুদাল্লিস রাবী। তাছাড়া ইয়াহইয়া বিন আবি কাসিরও মুদাল্লিস।[১১৭]

ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : হাজ্জাজ বিন আরতাত জমহুরের নিকট হুজ্জাত নয়।[১১৮]

হাফেয নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

الحجاج بن أرطاة، اتّفقوا على أنّه مدلّس وضعفه الجمهور، فلم يحتجوا به.

"হাজ্জাজ বিন আরতাত ঐকমত্যে মুদাল্লিস, তাকে জমহুর যঈফ গণ্য করেছেন। তাঁরা তার থেকে কিছু হুজ্জাত গণ্য করেননি।"[১১৯]

হাফেয ইরাক্বি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : জমহুরের নিকট যঈফ।[১২০]

হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

فانّ الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس.

"অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে যঈফ বলেছেন। সে মুদাল্লিস হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য আছে।"[১২১]

---

১১৬. তিরমিযী : ৭৩৯।

১১৭. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল-হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ১০।

১১৮. মিযানুল ই'তিদাল ৪/২৯৬।

১১৯. তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত লিননববী : ১/১২৫।

১২০. طرح التثريب لابن العراقي : ٤٢\٣।

১২১. তালখিসুল হাবির ২/২২৬। মুস্তাফা যহির আমানপুরি, মাসিক আস-সুন্নাহ, ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



**ফলাফল :** 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটির সনদটি যঈফ। এই বর্ণনাটির তিনটি যঈফ শাহাদাহ (সাক্ষ্য)-ও আছে :

প্রথম সাক্ষ্য : আল-'ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ (২/৬৭,৬৮ হা/৯১৭)। এতে সুলায়মান বিন আবি কারিমাহ যঈফ। সে মুনকার রেওয়ায়াত করত।[১২২]

দ্বিতীয় সাক্ষ্য : আল-'ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ (২/৬৮,৬৯ হা/৯১৮)। এতে সা'আদ বিন 'আব্দুল কারীম আল-ওয়াসিতি'র সিক্বাহ হওয়াটা অজ্ঞাত।[১২৩]

তৃতীয় সাক্ষ্য : আল-'ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ (২/৬৯ হা/৯১৯)। এতে 'আতা বিন আজলান কাযযাব ও মাতরূক (কাশিফ)। 'আম্মান রুমী মাওযু' হাদীস বর্ণনা করতেন (পৃষ্ঠা ২৮৯)।[১২৪]

**ফলাফল :** সাক্ষ্য হিসাবে এই তিনটি বর্ণনাও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত)।[১২৫]

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন :

لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية.

"আমরা (মুহাদ্দিসগণ) মুরসাল হাদীস থেকে হুজ্জাত নেই না, আর দুর্বল হাদীস থেকেও নেই না।"[১২৬]

ইমাম তিরমিযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যঈফ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন : لا تقوم بمثله الحجة

"এ ধরনের যঈফ হাদীস থেকে আমরা হুজ্জাত নেই না।"[১২৭]

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখেছি, মধ্য শাবানের হাদীসগুলো সাধারণ ত্রুটিযুক্ত নয়। বরং ব্যাপক ত্রুটিযুক্ত। এ কারণে শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক এক্ষেত্রে যে শিথিল দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন– তা হাদীসের ইলমের ক্ষেত্রে একটু জটিলতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

---

১২২. দ্রঃ লিসানুল মিযান ৩/১০২।

১২৩. দ্রঃ লিসানুল মিযান ৩/৩৬।

১২৪. তাক্বরীবুত তাহযীব (৪৫৯৪)।

১২৫. শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাসিক আল-হাদীস, ৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ১০।

১২৬. কিতাবুত তাওহীদ লি-ইবনে খুযায়মাহ ১/১৩৭।

১২৭. তিরমিযী হা/৯৩১-এর আলোচনা প্রসঙ্গ।

http://www.shottanneshi.com/

## আরও কিছু হাদীসের বিশ্লেষণ

-শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

[মাসিক আল-হাদীস ৫ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৪/শা'বান ১৪২৫ পৃষ্ঠা ১০-১৫]

অনুবাদ : কামাল আহমাদ

হাদীস- ৯ : 'আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস :

এটি ইবনে আবি সাবরাহ عن إبراهيم بن مُحمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه– সনদে বর্ণনা করেছেন।

**তাখরিজ (উৎস)** : ইবনে মাজাহ (১৩৮৮), ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ (২/৭১ হা/৯২৩)।

**তাহক্বীক্ব** : এই সনদে আবি বকর বিন আবি সাবরাহ কাযযাব।[১২৮]

**ফলাফল** : এই বর্ণনাটি মাওযু' (জাল)।

**বিঃ দ্রঃ** আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এই মর্মে আরও মাওযু' ও মারদূদ রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। (দ্রঃ আল–মাওযু'আতুল কাবির লিইবনে জাওযি (২/১২৭), মিযানুল ই'তিদাল (৩/১২০), আল–লালি'র আল–মাওযু'আত (২/৬০)।

হাদীস- ১০ : কুরদুস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর হাদীস :

এটি 'ঈসা বিন ইব্‌রাহীম আল–কুরশি عن سلمة بن سليمان الجزرى عن مروان بن سالِم عن ابن كردوس عن ابيه – সনদে বর্ণনা করেছেন।[১২৯]

**তাহক্বীক্ব** : এই সনদে ঈসা বিন ইব্‌রাহীম মুনকারুল হাদীস ও মাতরুক। মারওয়ান বিন সালিম সন্ধিগ্ন মাতরুক। আর সালামা'র সিক্বাহ হওয়াটা অজানা।

**ফলাফল** : হাদীসটির সনদ মাওযু'।

হাদীস- ১১ : ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)–এর হাদীস :

এটি সালিহ আশ–শামূমী عن عبد الله بن ضرار عن يزيد بن مُحمد عن أبيه مُحمد بن مروان عن ابن عمر (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৩০]

---

১২৮. তাক্বরিবুত তাহযিব : ৭৯৭৩।

১২৯. কিতাবুল'ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ (২/৭১,৭২ হা/৯২৪)।

http://www.shottanneshi.com/

এই সনদটিতে সালিহ, 'আব্দুল্লাহ বিন যরার, ইয়াযিদ বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান– এদের সবার আদালত (নির্ভরযোগ্যতা) অজানা। অর্থাৎ তারা মাজহুল (অজ্ঞাত)। হাফেয ইবনুল জাওযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : হাদীসটি মাওযু' হবার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই।[১৩১]

হাদীস– ১২ : মুহাম্মাদ বিন 'আলী আল–বাক্বির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর বর্ণনা :

এই সনদটিতে 'আলী বিন আসিম যঈফ। যা عمرو بن مقدام عن جَعفر بن مُحمّد عن أبيه– সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১৩২] 'আমর বিন আবিল মিক্বদাম রাফেযি মাতরূক রাবী। সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : এর সনদটি মাওযু' (জাল)।[১৩৩]

'আলী বিন আসিমকে নিচের হাদীসটির সনদেও পাওয়া যায়।

হাদীস– ১৩ : উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)–এর হাদীস :

এটি ইবনে আসাকির অজ্ঞাত রাবীসহ مُحمّد بن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن أبي بن كعب–এর সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৩৪] এই সনদটি মুনক্বাতে' (সূত্রছিন্ন) হওয়ার সাথে সাথে মাওযু' (মনগড়া)।

হাদীস– ১৪ : মাকহুল তাবেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর বর্ণনা :

ইমাম মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : ان الله يطلع على أهل الأرض في النصف من شعبان فيغفرلهم إلا لرجلين إلا كافرا أو مشاحن "মধ্য শা'বানে আল্লাহ তাআলা জমিনবাসীদের প্রতি (বিশেষভাবে) মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি কাফির ও পরস্পরের প্রতি শত্রুতাপোষনকারী ছাড়া সমস্ত লোকদেরকে ক্ষমা করে দেন।"[১৩৫]

এর সনদটি হাসান। কিন্তু এটা ইমাম মাকহুলের উক্তি। যা থেকে সুস্পষ্ট হয়, ইমাম মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যঈফ ও মাজহুল বর্ণকারীদের মারফূ' হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত উক্তিটি করেছেন। ইমাম মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর উক্তিকে

---

১৩০. আল–মাওযু'আত লিইবনে জাওযি ২/১২৮।

১৩১. আল–মাওযু'আত ২/১২৯।

১৩২. আল–মাউযূ'আত : ২/১২৮-২৯।

১৩৩. আললা–লিউল মাসনু'আহ ২/৫৯

১৩৪. দ্রঃ যায়লুল লা–লি আল–মাওযু'আত পৃষ্ঠা ১১২-১৩।

১৩৫. বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান ৩/৩৮১, হা/৩৮৩০।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



মারফু' (নবী (ﷺ)-এর) হাদীসে পরিণত করা সঠিক নয়। যদি তা মারফু' হিসাবে গণ্য করা হয়- তবে মুরসাল হওয়ার কারণে যঈফ হয়।

**তাহক্বীক্বের সার-সংক্ষেপ :** মধ্য বা পনের শা'বান সম্পর্কিত কোন হাদীস রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের (রাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।

**মুহাক্কিক্বদের ফায়সালা :** আবূ বকর ইবনুল আ'রাবী (রহঃ) লিখেছেন :

وليس فى ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لافى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها.

'মধ্য শা'বানের রাত ও ফযিলত সম্পর্কিত কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি ঐ রাতে মৃত্যু মানসুখ (রহিত) হওয়া সম্পর্কিত কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ ধরনের (অনির্ভরযোগ্য) হাদীসের প্রতি আস্থা রাখা যায় না।"[১৩৬]

হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) লিখেছেন : لا يُصح منها شئ "এ (রাতে সলাত আদায় করা) সম্পর্কে কোন কিছুই সহীহ নয়।"[১৩৭] ......

**হাদীসটি কি হাসান লি-গয়রিহি :**

বর্তমান যামানার অনেক বড় মুহাদ্দিস শাইখ আলবানী (রহঃ) মধ্য বা পনের শা'বানের বর্ণনাটিকে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে 'সহীহ' গণ্য করেছেন। অথচ বর্ণনাটি 'সহীহ লি-গয়রিহী'র স্তরেও পৌঁছে না। এর কোন সনদই সহীহ বা হাসান লি-যাতিহি নয়। সুতরাং এটি কিভাবে সহীহ লি-গয়রিহিতে পরিণত হল?

অনেকে বলেছেন : হাদীসটি হাসান লি-গয়রিহি। অথচ হাসান লি-গয়রিহি দুই প্রকার :

ক) যঈফ সনদের বর্ণনা- যা নিজে যঈফ, কিন্তু অন্য বর্ণনা হাসান লি-যাতিহি রয়েছে। সেক্ষেত্রে সনদের দিক থেকে যঈফ বর্ণনাটি হাসান লি-যাতিহি'র সাথে মিলিত হয়ে হাসান স্তরে উত্তীর্ণ হয়।

খ) যঈফ সনদের বর্ণনা- যা নিজে যঈফ, কিন্তু হাদীসটির মর্মে অন্য যঈফ ও মারদূদ হাদীস রয়েছে। কিছু আলেম এ ধরনের হাদীসটিকে হাসান

---

১৩৬. আহকামুল কুরআন ৪/১৬৯০।

১৩৭. আল-মানারুল মুনীফ পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯।

http://www.shottanneshi.com/

লি-গয়রিহি মনে করেন। অথচ এটিও যঈফ হাদীসের একটি প্রকার। কেননা-

১) কুরআন, হাদীস ও (মুহাদ্দিসগণের) ইজমা' দ্বারা এটা কখনোই প্রমাণিত নেই যে, যঈফ + যঈফ + যঈফ = হাসান লি-গয়রিহি হওয়া গ্রহণযোগ্য।[১৩৮]

২) সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে এ ধরনের বর্ণনা দলীল হওয়ার প্রমাণ নেই।

৩) তাবেঈদের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে এ ধরনের বর্ণনা দলীল হওয়ার প্রমাণ নেই।

৪) ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে এ ধরনের বর্ণনা দলীল থাকার প্রমাণ নেই।

৫) ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছাড়া সাধারণ মুহাদ্দিসগণ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে এমন বর্ণনা দলীল হওয়ার প্রমাণ নেই। যেমন- মুহাম্মাদ বিন আবি লায়লা (যিনি যঈফ রাবী থেকে) عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب-এই সনদে রফ'উল ইয়াদাঈন তরক করার একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৩৯] এর সনদটি যঈফ। আবার এর কতগুলো যঈফ সাক্ষ্য আছে।[১৪০] এই সমস্ত সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন : هذا الحديث ليس بصحيح। "এই হাদীসটি সহীহ নয়।"[১৪১]

সাধারণভাবে সালাতে একদিকে সালাম ফেরানোর কয়েকটি হাদীস আছে।[১৪২] এগুলোর মধ্যে একটিও হাদীস সহীহ বা হাসান লি-যাতিহি নয়। এই বর্ণনাগুলো সম্পর্কে হাফেয ইবনে আব্দুল বার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث "কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনাগুলো মা'লুল (যঈফ)। হাদীসের আলেমগণ এগুলো সহীহ গণ্য করেননি।"[১৪৩]

---

১৩৮. বিস্তারিত : 'সংশয় নিরসন : যঈফ হাদীসের সমষ্টি কি হাসান হাদীস?' মূল : শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই ও মুস্তাফা যহির আমানপুরি, অনুবাদ : কামাল আহমাদ।

১৩৯. আবূ দাউদ : ৭৫২।

১৪০. দ্রঃ আবূ দাউদ : ২৭৮-৭৯।

১৪১. আবূ দাউদ : ৭৫২।

১৪২. দ্রঃ আস-সহীহাহ লিলআলবানী ১/৫৬৪-৬৬ হা/৩১৬।

১৪৩. যাদুল মা'আদ ১/২৫৯।

http://www.shottanneshi.com/

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়েম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : ولكن لَم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح "কিন্তু নবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে সহীহ সনদে এটি প্রমাণিত নয়।"[১৪৪]

৬) হাফেয ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

يكفى في الْمناظرة تضعيف الْطريق التى أبداها الْمناظر وينقطع، إذا لأصل عدم ما سواها، حتّى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم.

"মুনাযারাতে বিরোধীপক্ষের বর্ণিত সনদকে যঈফ হিসাবে প্রমাণ করাই যথেষ্ট। তারা এতেই লা-জওয়াব হয়ে যাবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বর্ণনাগুলোও মা'দূম (ও বাতিল)। অবশ্য যদি অন্য কোন (সহীহ) সনদে প্রমাণিত হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"[১৪৫]

৭) ইবনুল ক্বত্তান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'হাসান লিগয়রিহি' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

لا يَحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال _ الخ.

"সবক্ষেত্রে দলীল হিসাবে ('হাসান লিগয়রিহি) গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে আমল করা যায়।"[১৪৬]

৮) হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনুল ক্বত্তান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উক্তিকে حسن قوى (শক্তিশালী হাসান) গণ্য করেছেন।[১৪৭]

৯) হানাফি ও শাফেঈ আলেমগণ যখন পরস্পরকে খণ্ডন করতে চান- সে মুহূর্তে 'হাসান লিগয়রিহি' বর্ণনাকে গ্রহণ করেন না। যেমন- কয়েকটি সনদ সমৃদ্ধ যঈফ বর্ণনা من كان له إمام فقرأءة الإمام له قرأءة "যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাআত তার ক্বিরাআত"- মর্মের বর্ণনাসমূহ ইমাম নববী যঈফ গণ্য করেছেন।[১৪৮]

---

১৪৪. যাদুল মাআদ ১/২৫৯।

১৪৫. ইখতিসারে উলূমুল হাদীস ৮৫, নতুন ২২, অন্য সংস্করণ ১/২৭৪-৭৫; তাঁর থেকে ইমাম সাখাভী তাঁর 'ফতহুল মুগীস'-এ (১/২৮৭) উল্লেখ করেছেন।

১৪৬. আন-নাকতু 'আলা ইবনুস সিলাহ : ১/৪০২।

১৪৭. আন-নুকত : ১/৪০২।

১৪৮. খুলাসাহ আহকাম ১/৩৭৭ হা/১১৭৩ فصل فى ضعيفه।

http://www.shottanneshi.com/

পক্ষান্তরে কয়েকটি সনদের 'ফাতিহা খলফুল ইমাম সম্পর্কিত হাদীস'-কে ইমাম নিমভি হানাফী মা'লুল (যঈফ) প্রভৃতি গণ্য করেছেন।[১৪৯]

১২) আধুনিক যুগেও অনেক আলেম কতগুলো হাদীসের সনদের বর্ণিত হাদীস– যার যঈফ হওয়াটা মজবুত নয়, সেগুলোর প্রতি জারাহ (আপত্তি) করে মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত) গণ্য করেছেন। যেমন– مُحمد بن إسحاق عن مكحول عن مَحمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت–এর বর্ণনাটি। যার মধ্যে "ফাতিহা খলফুল ইমাম" মাসআলাটির প্রমাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটিকে মুহাদ্দিস আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যঈফ বলে গণ্য করেছেন।[১৫০]

অথচ ঐ বর্ণনাটির অনেক শাওয়াহেদ (সাক্ষ্য) আছে।[১৫১]এর অনেকগুলো সনদের সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটিকে 'হাসান লিগয়রিহি (!) হিসাবে গণ্য করেন নি। (অথচ ফাতিহা খলফুল ইমাম সম্পর্কিত হাদীস 'হাসান লিযাতিহি' ও 'সহীহ লিগয়রিহি'।)

**উপসংহার :** মধ্য শা'বানের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসটি যঈফ।

[সংযোজন : মধ্য শা'বানের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো ফাতিহা খলফুল ইমামের হাদীসগুলোর ন্যায় সরাসরি বা সাক্ষ্যমূলক সঠিক মানে উত্তীর্ণ নয়। এরপরেও শাইখ আলবানী মধ্য শা'বানের হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ফাতিহা খলফুল ইমামের হাদীসগুলোকে বর্জন করেছেন। যা তাঁর ইজতেহাদি একটি ত্রুটি। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ১) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা, ২) ঈদের সালাতে বার তাকবীরের প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ।

**যঈফ হাদীসে বর্ণিত ফযিলতের উপর আমল :** কিছু লোক ফাযায়েল সম্পর্কিত বিষয়ে (নিজস্ব মর্জি মোতাবেক) যঈফ বর্ণনাকে হুজ্জাত (দলীল) হিসাবে গ্রহণ করেন ও এর উপর আমল করেন। কিন্তু মুহাক্কিক্বগণের একটি অংশের দাবী হল, যঈফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে না। অর্থাৎ আহকাম ও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তাদের নিকট যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। জামালুদ্দিন ক্বাসেমি (শামী) যঈফ হাদীস সম্পর্কে প্রথম মতটির ব্যাপারে

---

১৪৯. দ্রঃ আসারুস সুনান হা/৩৫৩-৫৬।

১৫০. তাহক্বীক্ব সূনানে আবী দাউদ হা/৮২৩, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ।

১৫১. দ্রঃ কিতাবুল ক্বিরাআত লিলবায়হাক্বী, আলকাওকাবুদ দারিয়াহ ফি উজুবিল ফাতিহাতি খলফুল ইমামি ফিল জাহরিয়্যাহ– যুবায়ের আলী ঝাই

http://www.shottanneshi.com/

লিখেছেন : "আহকাম হোক বা ফাযায়েল– যঈফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে না। এটি ইবনে সাইয়িদুন্নাস 'আয়ূনুল আসারে' ইবনে মুঈন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া (সাখাভি) 'ফতহুল মুগিসে' এই মর্মে আবূ বকর ইবনুল 'আরাবীর উক্তি উল্লেখ করেছেন। যা থেকে সুস্পষ্ট হয়, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মসলক এটাই। সহীহ বুখারীর শর্তও এরই প্রমাণ দেয়। ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের প্রতি কঠিন আপত্তি করেছেন, যেভাবে আমি পূর্বে লিখেছি। উভয় ইমামের একজনও ফাযায়েল ও মানাকেবে একটিও যঈফ হাদীস উল্লেখ করেননি।[১৫২]

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)–এর মুরসাল বর্ণনা শোনার প্রমাণ নেই।[১৫৩] বুঝা গেল, ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যঈফ হাদীসকে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দলীল গণ্য করতেন না। হাফেয ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : كأن ماروى الضعيف ومالم يروى فى الحكم سيان "কারো যঈফ হাদীস বর্ণনা করা, আর যাকিছু বর্ণিত হয় নি (তা বর্ণনা করার)– হুকুম বরাবর।"[১৫৪]

মারওয়ান (বিন মুহাম্মাদ আত–তাতারি) বলেছেন, আমি ইমাম লাইস বিন সা'আদ (আল–মিসরী)–কে বললাম: "আপনি আসরের সলাতের পর শুয়ে পড়েন। অথচ ইবনে লাহিয়াহ আমার কাছে عن عقيل عن مكحول عن النبي ﷺ–এর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন : نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه "যে ব্যক্তি আসরের পরে শুয়ে পড়ে তার আক্বল (বিবেক) নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে।" লাইস বিন সা'আদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জবাবে বললেন : لا ادع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل "আমি যা দ্বারা উপকৃত হই, তা কেবল ইবনে লাহিয়াহ কর্তৃক উক্বাইল দ্বারা হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে ছাড়তে পারি না।"[১৫৫]

সুস্পষ্ট হল, ইমাম লাইস বিন সা'আদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যঈফ হাদীস দ্বারা ফাযায়েল বিষয়ে আমল করতেন না।

---

১৫২. ক্বওয়ায়িদুত তাহদীস পৃষ্ঠা ১১৩, আলহাদীস হাযরু ৪/৭ পৃষ্ঠা।

১৫৩. মুক্বাদ্দামাহ সহীহ মুসলিম হা/২১, আন-নাকতু 'আলা কিতাব ইবনুস সিলাহ ২/৫৫৩।

১৫৪. কিতাবুল মাজরুহিন ১/৩২৮।

১৫৫. আল–কামিল লিইবনে 'আদী ৪/১৪৬৩– এর সনদ সহীহ।



http://www.shottanneshi.com/

**বিঃ দ্রঃ** ইবনে লাহিয়াহ যঈফ হওয়া ছাড়া ইখতিলাত (বর্ণনাতে হেরফেরকারী) ও মুদাল্লিস। তাছাড়া সনদটি মুরসাল। সুতরাং হাদীসটি যঈফ।

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

ولا فرق فى العمل بالحديث فى الأحكام أوفى الفضائل اذ الكل شرع.

"আমলের দিকে থেকে হোক আহকাম বা ফাযায়েল– এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এগুলো সবই শারী'আত।"[১৫৬]

**শেষ নিবেদন :** পনের শা'বান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সলাত, যেমন– একশত রাক'আত যাতে এক হাজার বার সূরা ইখলাস পড়তে হবে– কোন যঈফ বর্ণনাতেও নেই। এ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনাই মাওযু' বা জাল।

**জ্ঞাতব্য :** প্রত্যেক রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তাআলার প্রথম আসমানে আগমন সম্পর্কিত বর্ণনা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত আছে। আমরা এই উপর ঈমান রাখি। এর ধরণ–প্রকরণ আল্লাহর উপর সোপর্দ করি। তিনিই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

وما علينا إلا البلاغ.

১৫৬. تبيين العجب بما ورد فى فضائل رجب صـ ٧٣ ।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



# অধ্যায় : ২

## শবে–বরাত বা ১৫ই শা'বানের রাতের ইবাদত

মুস্তাফা যহির আমানপুরি[১৫৭]

পনের শাবানের রাতে সুনির্দিষ্ট করে ইবাদত করা ও দিনে সিয়াম রাখা নবী (ﷺ), সাহাবিগণ, সালাফে-সলেহিন ও ইমামদের থেকে প্রমাণিত নয়। বরং আলেমগণ একে বিদআত গণ্য করেছেন। এই রাতে দাবীকৃত ইবাদত সম্পর্কিত হাদীসের তাহক্বীক্ব নীচে উল্লেখ করা হলো :

**দলীল– ১ :** সাহাবি আলী ইবনে আবু তালিব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا كانت ليلةُ نصفِ شعبانَ فقوموا ليلَها وصوموا نهارَها فإنَّ اللهَ – تبارك وتعالى – ينزلُ لغروبِ الشمسِ إلى السماءِ الدنيا فيقولُ: ألا من مستغفرٍ فأغفرَ له؟ ألا من مسترزِقٍ لأرزُقَه؟ ألا من مبتلًى فأعافيَه؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلعَ الفجرُ.

"যখন মধ্য শা'বান আসে, তখন এ রাত্রিতে তোমরা সলাত আদায় করবে এবং দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা, এতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন যে, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে আমি ক্ষমা করে দেই এবং কোন রিযিক্ব প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে রিযিক্ব দেই। কোন বিপন্ন (সাহায্যপ্রার্থী) আছ কি? যাকে আমি বিপদমুক্ত করি। এভাবে আরও আরও ব্যক্তিকে ডাকেন– যতক্ষণ না ফজর হয়।"[১৫৮]

**বিশ্লেষণ :** বর্ণনাটি মাওযু (জাল)। হাফেয নববী (رحمه الله) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।[১৫৯]

---

১৫৭. মাসিক আস-সুন্নাহ, (জাহলাম, পাকিস্তান : দারুত তাখাসসুস ওয়াত-তাহক্বীক্ব, রজব ১৪৩০/ জুলাই ২০০৯) ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩৯-৪৩।

১৫৮. ইবনে মাজাহ হা/১৩৮৮, আল-ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ ২/৭১ হা/৯২২।

১৫৯. খুলাসাতুল আহকাম : ১/৬১৭।

http://www.shottanneshi.com/

এর বর্ণনাকারী (আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ) ইবনে আবি সাবরাহ 'কাযযাব' ও 'বিকৃতকারী'।

ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : يضع الحديث 'সে হাদীস বানাতো।'

**দলীল– ২ :** 'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন :

كانت ليلةُ النصفِ من شعبانَ ليلتِي فبَاتَ رسولُ اللهِ ﷺ عندِي فلمَّا كانَ في جوفِ الليلِ فقَدتُهُ فأخذَنِي ما يأخذُ النساءَ من الغَيْرَةِ فتَلَفَّفْتُ بمِرطِي واللهِ ما كانَ مِرْطِي قَزًّا ولا خَزًّا ولا حريرًا ولا دِيبَاجًا ولا قُطْنًا ولا كِتَّانًا ولا صُوفًا قيلَ فَمِمَّ كانَ يا أمَّ المؤمنينَ ؟ قالتْ كانَ سَدَاهُ شَعْرًا ولُحْمَتُهُ في أوْبَارِ الإبِلِ قالت فَطُفْتُ فَطَلَبْتُهُ في حُجَرِ نِسَائِهِ فلَمْ أَجِدْهُ فَرَجَعْتُ فانصَرفتُ إلى حُجْرَتِي فإذَا بهِ كالثَّوْبِ السَّاقِطِ على وَجْهِ الأرضِ وهوَ ساجدٌ يقولُ في سُجُودِهِ سجَدَ لكَ سَوادِي وخَيَالِي وآمَنَ بكَ فؤادِي هذِهِ يدِي وما جَنَيتُ بها على نفسِي يا عظيمُ يُرجَى لكل عظِيمٍ اغْفِرْ لي الذنبَ العظيمَ أقولُ كمَا قالَ أخِي داودُ أُعَفِّرُ وجْهِي في التُّرَابِ لسَيِّدِي وحُقَّ لهُ أنْ يَسْجُدَ سجَدَ وجهِي للذِي خلَقَهُ وشَقَّ سمْعَهُ وبصَرَهُ ثمَّ رفَعَ رأسَهُ فقالَ اللّٰهُمَّ ارزقْنِي قَلبًا من الشِّرْكِ نقِيًّا لا كَافِرًا ولا شَقِيًّا ثم سجدَ فقالَ أعوذُ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَ وأعوذُ بِمُعافَاتِكَ من عُقوبَتِكَ وأعوذُ بكَ منكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عليكَ أنتَ كمَا أثْنَيتَ على نفسِكَ ثمَّ انصَرَفَ فدَخَلَ معِي في الخَمِيلَةِ ولي نَفَسٌ عالٍ فقالَ ما هذِهِ النَّفَسُ يا حُمَيْرَاءُ ؟ فأخْبَرْتُهُ فَطَفِقَ يمَسُّ رُكْبَتَيَّ بيدِيهِ ويقولُ ويْسَ هاتينِ الرُّكْبَتَينِ ماذا لَقِيتَا في هذِهِ الليلةِ ليلةَ النصفِ من شعبانَ ينزلُ اللهُ ليلةَ النصفِ من شعبانَ إلى سمَاءِ الدنيا فيغْفِرُ اللهُ لعبادِهِ إلا لمشركٍ أو مُشَاحِنٍ.

"একবার ১৫ই শা'বানের রাতে আমার পালা ছিলো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাছে শুয়েছিলেন। মধ্যরাতের পর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিছানাতে পেলাম না। ফলে আমি ঈর্ষান্বিত হলাম, যা একজন নারীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। আমি চাদর পরিধান করলাম। আল্লাহর ক্বসম! ঐ চাদর না উলের ছিলো, আর না সিল্কের ছিলো। আর না রেশম ছিলো আর না দিবাজ (রেশমিবস্ত্র) ছিলো। আর না কার্পাসের ছিলো, আর না কাতানের ছিলো, আর না পশমি ছিলো। জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া উম্মাল মু'মিনীন! ঐ কাপড় কিসের তৈরী ছিলো? তিনি বললেন : সেটা ভেড়া ও উটের লোম দ্বারা বোনা ছিলো। আমি নবী (ﷺ)-কে অন্যান্য বিবিদের ঘরে খোঁজ করলাম। সেখানেও তাঁকে পেলাম না। আমি নিজের ঘরে ফিরে আসলাম। সেখানে মাটিতে তাঁর (ﷺ) কাপড় পড়া দেখলাম। আর তিনি (ﷺ) তখন সিজদাতে ছিলেন ও এই দুআ পড়ছিলেন :

سجَدَ لكَ سَوادِي وخَيَالِي وآمَنَ بكَ فؤادِي هذِهِ يدِي وما جَنَيتُ بها على نفسِي يا عظيمُ يُرجَى لكلِ عظِيمِ اغْفِرْ لي الذنبَ العظيمَ أقولُ كمَا قالَ أخِي داودُ أُعَفِّرُ وجْهِي في التُّرَابِ لسَيِّدِي وحُقَّ لهُ أنْ يَسْجُدَ سجَدَ وجهِي للذِي خلَقَهُ وشَقَّ سمْعَهُ وبصَرَهُ.

অতঃপর নবী (ﷺ) মাথা তুললেন ও বললেন :

اللّٰهُمَّ ارزقْنِي قَلبًا من الشِّرْكِ نقِيًّا لا كَافِرًا ولا شَقِيًّا.

অতঃপর সিজদা করলেন ও বললেন :

أعوذُ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَ وأعوذُ بِمُعافَاتِكَ من عُقوبَتِكَ وأعوذُ بكَ منكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عليكَ أنتَ كمَا أثْنَيتَ على نفسِكَ.

নবী (ﷺ) সিজদা থেকে ফারেগ হয়ে আমার চাদরের সাথে ঘেসে বসলেন। সে রাতে আমার শ্বাস বেড়ে গেলো। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া হুমায়রা! তোমার শ্বাস এমন হচ্ছে কেনো ? আমি তাকে সবকিছু বললাম। তিনি (ﷺ) আমার হাটুতে হাত স্পর্শ করে বললেন : এই দু'টি হাটুর জন্য আফসোস, যে এই রাতটি পেলো না। এই রাতে

http://www.shottanneshi.com/

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে নামেন। তিনি মুশরিক ও শত্রুতা-বিদ্বেষ পোষনকারী ছাড়া সমস্ত বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।"[১৬০]

**বিশ্লেষণ :** এর সনদ যঈফ। এখানে সুলায়মান বিন আবু কারিমাহ রাবী 'যঈফ'। তিনি মুনকার বর্ণনা করতেন। ইমাম আবু হাতিম রাযি (রহিমাহুল্লাহ) তাকে যঈফ বলেছেন।[১৬১]

ইমাম ইবনে আদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : وعامة أحاديثه مناكير 'তার সমস্ত হাদীস মুনকার।'[১৬২]

ইমাম উক্বায়লি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন :

يحدث بمناكير، ولا يتابع على كثير من حديثه.

"সে মুনকার বর্ণনা করতো, তার ব্যাপক সংখ্যক হাদীসের মুতাবাআত নেই।"[১৬৩]

হাফেয যাহাবি (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন : لين صاحب المناكير "দুর্বল, মুনকার বর্ণনাকারী।"[১৬৪]

হাফেয হায়সামি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : যঈফ।[১৬৫]

সুতরাং হাদীসটি যঈফ এবং আমলের অযোগ্য।

হাফেয ইবনুল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : هذا حديث لا يصحّ 'এই হাদীসটি সহীহ নয়।'[১৬৬]

হাফেয ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন :

وفي اسناده سليمان بن أبي كريمة، ضعّفه ابن عديّ، فقال : عامّة أحاديثه مناكير.

---

১৬০. কিতাবু আহাদিসুন নুযুল লিদ-দারাকুতনি : ১৩৪, কিতাবুদ দুআ লিততাবারানি : ৫৫৭, শুআবুল ঈমান লিলবায়হাক্বি : ৩৮৩৮

১৬১. আল-জারাহ ওয়াত তা'দিল : ৪/১৩৮।

১৬২. আল-কামিল লিইবনে আদি : ৩/২৬৩

১৬৩. আয-যুআফা লিলউক্বায়লি ২/১৩৮।

১৬৪. আল-মুগনি লিযযাহাবি ১/৪৪৩।

১৬৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১১৯, ১০/৪৩, ৮৯, ২৫৮, ৪১৮।

১৬৬. আল-ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ ২/৬৮।

http://www.shottanneshi.com/

"এই সনদে সুলায়মান বিন আবু কারিমাহ আছেন, তাকে যঈফ গণ্য করে ইমাম ইবনে আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : তার অধিকাংশ হাদীস মুনকার।"[১৬৭]

এই হাদীসটির আরও সনদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

ক) ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর 'আহাদিসুল নুযুল' : ১৩৫, ইমাম বায়হাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর 'ফাযায়েলে আওক্বাত' : ২৫।

এর সনদ যঈফ। এর রাবী নাযর বিন কাসির যঈফ।[১৬৮]

খ) ইমাম বায়হাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর 'ফাযায়েলে আওক্বাত' : ২৭, আল-ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ : ৯১৮।

এর সনদ যঈফ। এখানে সাঈদ বিন আব্দুল কারিম তাওসিক্ব অজ্ঞাত।

গ) ইমাম বায়হাক্বি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর 'শুআবুল ঈমান' : ৩৮৩৫। এর সনদ মুরসাল হওয়ার কারণে যঈফ। কেননা, আলা বিন হারিস উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে হাদীস শোনেন নি। এ কারণে হাদীসটি যঈফ।

ঘ) ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর মিযানুল ই'তিদাল (৪/৫৫ বিবরণ : মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া)। এই সনদটি যঈফ। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন ইসমাঈল আত–তামিমি সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : ليس بالمرضى 'পছন্দনীয় রাবী নন।'[১৬৯]

হাফেয যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : أتى بخبر منكر "সে একটি (আলোচ্য) মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে।"[১৭০]

ঙ) ইমাম বায়হাক্বি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর 'শুআবুল ঈমান' : ৩৮৩৭। এই সনদটি অত্যন্ত যঈফ। সনদটিতে সালাম আত-তওয়িল নামে 'মাতরুক' রাবী রয়েছেন।[১৭১]

এর অপর রাবী সুলায়মান আল-মাদায়িনিও যঈফ।[১৭২]

চ) মু'জাম আশ–শাইখ লি-আবু বাকার আল-ইসমাঈলি : ১/৪০৮–০৯। এর সনদটি মাজহুল রাবীদের কারণে যঈফ।

---

১৬৭. তালখিসুল হাবির : ১/২৫৪।
১৬৮. তাক্বরিবুত তাহযিব : ৭১৪৮।
১৬৯. সুওয়ালাত হামযাহ বিন ইউসুফ আস-সাহমি লিদ-দারা কুতনি : ৩১।
১৭০. মিযানুল ই'তিদাল ৭/৫৪/৮৩১২।
১৭১. তাক্বরিবুত তাহযিব : ২৭০২।
১৭২. তাক্বরিবুত তাহযিব : ২৭০৪।

http://www.shottanneshi.com/

ছ) ইমাম ইবনুল জাওযি (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 'আল-ঈলালুল মুতানাহিয়্যাহ' (২/৬৯ হা/৯১৯)। এর সনদটি মারাত্মক যঈফ। এর রাবী আতা বিন আজলান 'মাতরুক ও কাযযাব' এবং 'মাওযু' বর্ণনাকারী।

প্রমাণিত হলো, হাদীসটির সম্মিলিত সনদও যঈফ।

**দলীল- ৩ :** 'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস।[১৭৩] এ কারণে পুনরায় এখানে আলোচনা করছি না।[১৭৪]

**দলীল- ৪ :** মু'আয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

من أحيا اللَّيالِيَ الخمسَ وجبَتْ له الجَنَّةُ ليلةَ التَّرْوِيَةِ وليلةَ عرفةَ وليلةَ النَّحرِ وليلةَ الفطرِ وليلةَ النِّصفِ من شعبانَ.

"যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত জেগে ইবাদত করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (১) ৮ জিলহজ্জের রাত, (২) আরাফার রাত, (৩) ঈদুল আযহার রাত, (৪) ঈদুল ফিতরের রাত, ও (৫) মধ্য শা'বানের রাত।"[১৭৫]

**বিশ্লেষণ :** এর সনদটি মাওযু' (জাল)। এর রাবী আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম জমহুর মুহাদ্দিসের কাছে যঈফ। ইমাম হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : روى عن أبيه أحاديث موضوعة "সে তার পিতার থেকে মাওযু' হাদীস বর্ণনা করতো।"[১৭৬]

**দলীল- ৫:** আবু উমামাহ বাহিলি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

خمس ليال لا تر فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر.

"পাঁচটি রাতে দু'আ বাতিল হয় না। রজবের রাত, নিসফে (মধ্য) শা'বানের রাত, জুমুআর রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও নাহরের (কুরবানির) রাত।"[১৭৭]

---

১৭৩. শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর তাহক্বীক্বের ৮ নং হাদীসটি (দ্রঃ অধ্যায়:১)।

১৭৪. অনুবাদক।

১৭৫. ইস্পাহানি : ৩৬৭, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব লিলমুনযিরি (ইফা) ২/১৮১ পৃষ্ঠা।

১৭৬. আল-মুদখাল লিলহাকিম : ১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৭৭. তারিখে দামেস্ক লিইবনে আসাকির ১০/৪০৮/২৬০৩।

http://www.shottanneshi.com/

**বিশ্লেষণ :** এর সনদটি মাওযু' (জাল)। এর রাবী ইব্‌রাহীম বিন আবু ইয়াহইয়া; যদি তিনি আল-আসলামি হন, তাহলে জমহুরের নিকট তিনি 'যঈফ ও মাতরুক'। তার উস্তাদ (উর্ধ্বতন রাবী) আবু ক্বা'নাবের তাওসিক্ব অজ্ঞাত। তা ছাড়া সাহাবী আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার শোনাটাও জানা যায় না। এ ছাড়াও বর্ণনাটিতে আরও ত্রুটি আছে।

**ফায়েদা :** ১৫ই শাবানের রাতে সুনির্দিষ্ট নিয়তে ইবাদাত করা ও দিনে সিয়াম পালন করা সাহাবিগণ, সালাফে-সলেহিন ও ইমামদের থেকে প্রমাণিত নয়। বরং কেউ কেউ একে বিদআত গণ্য করেছেন। তেমনি এ রাতে একশ' রাকআত সলাত আদায় সম্পর্কিত জাল হাদীস সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারি হানাফি (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন :

والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها
وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربعمائة ونشأت من بيت المقدس.

"বিস্ময় তাদের জন্য, যারা ইলমে হাদীসের খুশবু নেন। অতঃপর এ ধরনের অহেতুক ও অর্থহীন বর্ণনা থেকে ধোঁকা খান ও সলাত আদায় করেন। এই সলাত ইসলামের চারশ' বছর পর বায়তুল মাকদাস থেকে শুরু হয়।"[১৭৮]

---

১৭৮. ইসরারুল মারফু'আহ ফিল আখবারিল মাওযুআহ : ৪৪০; আমি (অনুবাদক) এই উদ্ধৃতিটি হাফেয ইবনে ক্বাইয়েমের 'মানারুল মুনিফে' (পৃষ্ঠা ৯৮–৯৯) পেয়েছি।

http://www.shottanneshi.com/

# অধ্যায় : ৩

# শবেবরাত

–কামাল আহমাদ

প্রথম প্রকাশ : মাসিক আত–তাহরীক ডিসেম্বর '১৯৯৮ পৃষ্ঠা ১৬-১৯।
এখন কিছু সংস্কার ও সংযোজনীসহ প্রকাশ করা হল

**ভূমিকা :** সাধারণ মানুষের এটিই বৈশিষ্ট্য যে, সে প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিজের বিশ্বাস ও জীবন–যাপন পদ্ধতি গড়ে তোলে। ইসলাম এক্ষেত্রে তাকে বৈপ্লবিক দিক নির্দেশনা দিয়ে আহবান জানায় :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ের অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রক্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৭৯]

তাকে আরো জানানো হল : كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع "কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (তার সত্যতা যাচায় না করে) তাই বলবে।"[১৮০] আফসোস, এ শিক্ষা থেকে মুসলিম আজ দূরে সরে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার ব্যাপারে কেবল মনগড়া মানসিক শান্তনা ছাড়া কোন দলীল প্রমাণ উপস্থাপনে সে ব্যর্থ হচ্ছে।[১৮১] এমনকি প্রতিনিয়ত নিজের ঈমান ও আক্বীদাকে ধ্বংস করছে। এমনই একটি বিষয়

---

১৭৯. সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৬।

১৮০. সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদাদিয়া) ১/১৪৯ নং।

১৮১. পূর্ববর্তী জাতির এ ধরনের রোগ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : "তাদের মধ্যে একদল মূর্খ আছে যারা কিতাবের কিছুই জানে না, কেবল (মিথ্যা) আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। তারা কেবলই কল্পনা করে।" (সূরা বাক্বারাহ ঃ ৭৮) আল্লাহ আরও বলেন : "তারা বলে, গণা কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।' বলুন : 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে এমন কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না? অথবা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারাহ : ৮০)

http://www.shottanneshi.com/

'শবে-বরাত'। এ সম্পর্কে মুফতি মুহাম্মাদ শফি হানাফী বলেন : "শবে-বরাত সম্পর্কিত কোনো কোনো রেওয়ায়াতকে ইবনে কাসির অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবূ বকর ইবনুর আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো 'নির্ভরযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেছেন।"[১৮২] আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এর সত্যতা যাচাই করতে সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ।

**কুরআন থেকে :** আল্লাহ বলেন : إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ "নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) বরকতময় রাতে নাযিল করেছি।"[১৮৩] মুফতি শফি বলেন : "কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময় রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন 'শবে-বরাত'। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। আর পবিত্র কুরআন অবতরণ যে রমাযান মাসে হয়েছে, তা পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত।[১৮৪] যেমন- আল্লাহ বলেন : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "রমাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।"[১৮৫] তিনি আরো বলেন : إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "আমি একে (কুরআনকে) 'ক্বদর' রজনীতে নাযিল করেছি।"[১৮৬] সুতরাং বোঝা গেল, এখানে 'মুবারক রাত্রি' বলে শবে-ক্বদরই বোঝানো হয়েছে।[১৮৭]

**হাদীস থেকে :** আয়েশা বলেন : নবী () বলেছেন : "আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাত্রিতে নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং 'কাল্ব' গোত্রের মেষ পালের পশম সংখ্যারও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন।[১৮৮] কিন্তু

---

১৮২. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনায় মহিউদ্দিন খান, (মদীনা মনাওওয়ারাহা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প ১৪১৩ হিঃ) পৃষ্ঠা ১২৩৫, ২য় কলাম।

১৮৩. সূরা দুখান : ২।

১৮৪. প্রাগুক্ত।

১৮৫. সূরা বাক্বারাহ : ১৮৫।

১৮৬. সূরা ক্বদর : ১।

১৮৭. প্রাগুক্ত, ১ম কলাম। আরও বিস্তারিত দেখুনঃ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন. ১৪ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৯, টীকা নং ৩, অনুবাদ ঃ আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর'১৯৯৫) ১৯ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭৭-৮০।

১৮৮. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



মাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আমি ইমাম বুখারীকে হাদীসটি যঈফ বলতে শুনেছি।[১৮৯]

সহীহ মুসলিমের মুক্বাদ্দামার (ভূমিকা) একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

بَاب النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالاِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا.

"যঈফ রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীস গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।"[১৯০] কাজেই উক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

**ভাগ্য নির্ধারণ :** আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন : "এতে (মধ্য শা'বানের রাত্রিতে) নির্ধারিত হয় এ বছরে যত মানুষের সন্তান জন্মাবে ও যারা মরবে, আর এতে উঠানো হয় মানুষের আমলসমূহ ...।"[১৯১] কিন্তু হাদীসটির সনদে নাযর বিন কাসির (النَّضْرِ بْنِ كَثِيرٍ) যঈফ রাবী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে যঈফুল হাদীস বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : عنده مناكر "আমাদের কাছে সে মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত। ..."[১৯২] উপরন্তু এ হাদীসটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী। যেমন–

ক) আল্লাহ বলেন :

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا.

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"[১৯৩]

খ) রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর পূর্বেই আল্লাহ মাখলুক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন।"[১৯৪]

---

১৮৯. মিশকাত ৩/১২২৫ নং, সংক্ষেপিত।

১৯০. সহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামা (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর'১৯৯৫) পৃষ্ঠা ১১।

১৯১. বায়হাক্বী 'দা'ওয়াতে কাবীর', মিশকাত (এমদা) ৩/১২৩১ নং। (সংক্ষেপিত)

১৯২. তাহযীবুল কামাল : ৬৪৩৩।

১৯৩. সূরা হাদীদ : ২২ আয়াত।

http://www.shottanneshi.com/

গ) নবী (ﷺ) বলেছেন : "তোমাদের প্রত্যেকেই আপন মাতৃগর্ভে থাকাকালে ... আল্লাহ একজন মালাইকা প্রেরণ করেন এবং তার কর্ম, রিযিক, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য এ চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।"[১৯৫]

ঘ) আল্লাহ বলেন : تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ "এতে (শবে ক্বদরে) প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকাগণ ও রূহ আগমন করে– তাদের রবের নির্দেশক্রমে।"[১৯৬]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন : فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।"[১৯৭]

আল্লাহ আরো বলেন : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ "প্রতিদিন তিনি তাঁর নতুন অবস্থায় আছেন।"[১৯৮]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এটা (আর–রহামন : ২৯) দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি, আর তার পূর্বেরটি (সূরা ক্বদর ও দুখানের আয়াত রমাযানের ক্বদরের রাতের) বাৎসরিক ভাগ্যলিপি, আর তার পূর্বেরটি তার প্রাথমিক সৃষ্টি সময়, যখন সে মাতৃগর্ভে পিণ্ড আঁকারে ছিল ....। কিন্তু এগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পরের ঘটনা। আর তার পূর্বেরটি হ'ল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর পূর্বের ঘটনা। এই ভাগ্যলিপির প্রত্যেকটি হ'ল পূর্বেরটি জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ।"[১৯৯] অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুযায়ী সৃষ্ট জীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক্ব, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ সৃষ্টির পূর্বে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় মালাইকাদেরকেও লিখে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর (রমাযান মাসে) শবে

---

১৯৪. সহীহ মুসলিম, মিশকাত ১/৭৩ নং।

১৯৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) হা/৭৬।

১৯৬. সূরা ক্বদর : ৪।

১৯৭. সূরা দুখান : ৪ আয়াত।

১৯৮. সূরা আর–রহমান : ২৯ আয়াত।

১৯৯. মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত–তামিমি, উসূলুল ঈমান (শেখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আর–রাযী ভ্রাতৃবৃন্দের সৌজন্যে প্রকাশিত ১৪/১৭/১৯৯৬) পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ম সংক্ষেপিত।

http://www.shottanneshi.com/

ক্বদরে সে বছরের ব্যাপারাদির তালিকা মালাইকাদেরকে সোপর্দ করা হয় (শবেবরাত তথা ১৫ শা'বানে নয়)।"[২০০]

**আমল উঠানো :** পূর্বের আলোচনায় আয়েশা (রাঃ) থেকে যঈফ সূত্রের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "শবেবরাতে মানুষের আমল উঠানো হয়।" হাদীসটির এই অংশটুকুও অন্য সহীহ হাদীসের বিরোধী। যেমন– আবূ মূসা আশ'আরি (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ "রাতের আমল দিনের আমল শুরু হওয়ার আগে এবং দিনের আমল রাতের আমল শুরু হওয়ার আগেই তাঁর (আল্লাহর) কাছে পৌছানো হয়।"[২০১] অর্থাৎ মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে শুধুমাত্র মধ্য শা'বানে বা শবেবরাতেই উঠানো হয় না, বরং প্রতিদিনই তা নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর কাছে পৌছানো হয়। উল্লেখ্য যে, জাল ও যঈফ হাদীসের অন্যতম নির্দশন হচ্ছে, তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী হবে।[২০২]

**গুনাহ মাফ পাওয়া :** আবূ মূসা আশ'আরি (রাঃ) মহানবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন : "মধ্য শা'বানের (শবেবরাতের) রাত্রিতে আল্লাহ অবতীর্ণ হন এবং মাফ করে দেন তার সকল সৃষ্টিকে– মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া।" এই হাদীসটিও যঈফ হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।[২০৩] তাছাড়া হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসেরও বিরোধী। যেমন– আবূ হুরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ.

---

২০০. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন'১৯৯০) ৫/২৩৫, গৃহীত ঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর।

২০১. সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ১/৮৫ নং।

২০২. নূর মুহাম্মাদ আজমি, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, আগষ্ট'১৯৯২) পৃষ্ঠা ২২৮।

২০৩. যঈফ হওয়ার কারণের বিশ্লেষণ সামনে শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই (রহঃ)–এর প্রবন্ধে 'আবূ মূসা 'আশ'আরী (রাঃ)-এর হাদীসের তাহক্বীক্বে আসবে।

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা রাখে তাকে ক্ষমা করেন না ....।"[২০৪] অথচ শবেবরাতের দূর্বল ও জাল হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আমল উঠানো ও ক্ষমা করা হয় বলে উল্লেখ আছে– যা সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী। উল্লেখ্য যে, পূর্বের অনুচ্ছেদে প্রতিদিন আমল উঠানোর বর্ণনা এসেছে এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদে গুনাহ মাফ হওয়ার ব্যাপারে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর কাছে আমল পেশ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উপস্থাপিত সহীহ হাদীসগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

<u>নিকট আসমানে আল্লাহর অবতরণ :</u> আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন : "যখন মধ্য শা'বান আসবে, তখন এ রাত্রিতে তোমরা সলাত আদায় করবে এবং দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা, এতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ এই নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন যে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে আমি ক্ষমা করে দেই এবং কোন বিপন্ন (সাহায্যপ্রার্থী) আছ কি? যাকে আমি বিপদমুক্ত করি, কোন রিযিক্ব প্রার্থনাকারী আছ কি? যাকে রিযিক্ব দেই। এভাবে আরো আরো ব্যক্তিকে ডাকেন– যতক্ষণ না ফজর হয়।[২০৫] এই সনদে আবু বকর বিন আবি সিবরাহ কাযযাব।[২০৬] সুতরাং হাদীসটি জাল। শাইখ আলবানি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : এর সনদ দারুন বাজে।[২০৭] তাছাড়া এই হাদীসটিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। যেমন– আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ

---

২০৪. সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন (ঢাকা ঃ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর'১৯৮৭) ৪/১৫৯৩ নং।

২০৫. ইবনে মাজাহ, মিশকাত (এমদা) ৩/১২৩৩ নং।

২০৬. তাক্বরিবুত তাহযিব : ৭৯৭৩।

২০৭. আলবানী'র তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত (বৈরুত ঃ ১৯৮৬) ১/৪১০ পৃষ্ঠা, হা/১৩০৮।

http://www.shottanneshi.com/

يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ـ متفق عليه ، وفى رواية مسلم : ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يُّقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلاَظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

"আল্লাহ প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং যখন রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন বলতে থাকে : কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছ, যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে দান করব; এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব।"[২০৮] সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাতে আরও আছে : অতঃপর তিনি নিজের দুই হাত পেতে বলতে থাকেন– কে আছ, যে ঋণ দিবে অ–দরিদ্র ও অ–অত্যাচারীকে। (এমনটি বলতে থাকেন) যতক্ষণ ফজর উদয় হয়।"[২০৯]

খ্যাতনামা বিদ্বান আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ধমক দিয়ে বলেন : "রে যঈফ, তিনি (আল্লাহ) প্রতি রাতেই অবতরণ করে থাকেন।"[২১০]

**শবেবরাতের সলাত** : হানাফি আলেম মাহমুদুল হাসান বলেন : "আমাদের সমাজে শবেবরাতের সলাত বার রাক'আত বলে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন বাংলা অনির্ভরযোগ্য পুস্তকেও কথাটি লেখা আছে। তা আবার বারো রাক'আত যেনতেন ভাবে পড়লে হবে না, প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু' সূরা পড়তে হবে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'আল–মানারুল মুনিফ' গ্রন্থে এ ধরনের সব হাদীস উল্লেখ করে বলেন : "এ সবের একটিও শুদ্ধ নয়।" তিনি আরো বলেন : "যারা জ্ঞানের সামান্য ছোঁয়াও পেয়েছে তারা এসব বাজে প্রলাপ শুনে বিভ্রান্ত হ'তে পারে না। শবেবরাতের বিশেষ সলাত ইসলামের চারশত বছর পর মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

---

২০৮. সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

২০৯. মিশকাত ৩/১১৫৫ নং।

২১০. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল–গালিব, আহলেহাদীস আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহী ঃ হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬) পৃষ্ঠা ১১৭।

জেরুযালেম থেকে এই উৎপত্তি। অন্যান্য হাদীস বেত্তারাও এগুলোকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২১১] উল্লেখ্য যে, শবেবরাতের সালাতের রাক'আত সংখ্যার বানোয়াট বর্ণনা ১০০ রাক'আত পর্যন্তও পাওয়া যায়।

**শবেবরাতের সিয়াম :** শবেবরাতের সিয়াম সংক্রান্ত আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত যঈফ। যার কারণ কিছু পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। তবে প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীয–এর নফল সিয়াম রাখার স্বতন্ত্র বিধান আছে। যেমন– আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন :

أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدْعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. وَصَلاَةِ الضُّحَى. وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.

"আমার বন্ধু (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনিট বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছে, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা এবং দু'রাক'আত চাশতের সলাত এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সলাত আদায় করার।"[২১২]

সাহাবী আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন :

إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

"যখন তুমি মাসে তিনটি সিয়াম রাখতে চাও, তখন তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে সিয়াম রাখ।"[২১৩]

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : একদা রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের সিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, না। রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন : فاذا افطرن فصم يومين "তুমি রমাযানের পরে দু'টি সিয়াম রাখবে।[২১৪] জমহুর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত সিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের সিয়াম ছিল। রমাযানের

---

২১১. মাসিক দা'ওয়াতুল হক্ব (চট্টগ্রাম ঃ নাজিরা বাজার মাদরাসা, অক্টোবর'১৯৯৪). প্রবন্ধ : সমাজে প্রচলিত জাল হাদীস।

২১২. সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন (বিআইসিএস) ৩/১২৫৯ নং।

২১৩. তিরমিযী; তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (রিয়াদুস সালেহীন ৩/১২৫৮ নং)।

২১৪. সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৪/১৯৪০ নং।



http://www.shottanneshi.com/

সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা[২১৫] লঙ্ঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের সিয়াম দু'টি বাদ দেন। সে কারণে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ঐ সিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বললেন।[২১৬]

**রূহের আগমন :** এ ব্যাপারে নিচের আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করা হয়-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"সে রাত্রিতে মালাইকাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়, তাদের রবের অনুমতিক্রমে, সকল বিষয়ে কেবল শান্তি, ফজর আগমন পর্যন্ত।"[২১৭]

এখানে 'সে রাত্রি' বলতে 'লায়লাতুল ক্বদর' বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।[২১৮] অত্র সূরায় 'রূহ অবতীর্ণ হয়' কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলো দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেন নি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : 'এখানে রূহ বলতে মালাইকাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরণের এক মালাইকা। তবে এর কোন সহীহ ভিত্তি নেই।[২১৯]

## শবেবরাতের বিশেষ আমল থেকে কেন বিরত থাকব?

ক) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[২২০] যেমন- 'তাক্বদীর' বা ভাগ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস ঈমানে অঙ্গ। যদি যঈফ হাদীস ঐ

---

২১৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪/১৮৭৬ নং।

২১৬. শরহে মুসলিম নববী ১/৩৬৮, আরও দেখুন মিশকাত (এমদা) ৪/১৯৪০ নং-এর ব্যাখ্যা।

২১৭. সূরা ক্বদর : ৩-৪।

২১৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শবেবরাত (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬) পৃষ্ঠা ১২।

২১৯. ঐ, গৃহীত : তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা ক্বদরের আলোচ্য আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

২২০. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ১/১৩৩ নং।

http://www.shottanneshi.com/

বিশ্বাসে আঘাত করে, তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। আমাদের আলোচনায় শবেবরাত সম্পর্কীত হাদীসে ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কীত বিরোধী প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ঈমানকে ধ্বংস হ'তে মুক্ত করতে শবেবরাতের বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে হবে।

খ) হাসসান বলেছেন : "যখনই কোন ক্বওম দ্বীন সম্পর্কে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করেছে, তখনই আল্লাহ তাদের মধ্যে হতে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিয়েছেন। ...."[২২১] যেমন– শবেবরাতের যঈফ হাদীস নির্ভর বিদ'আতী আমল আল্লাহর কাছে চাওয়া–পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ একদিনের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে প্রতি শেষ রাতেই এই সুবর্ণ সুযোগ আছে বলে ঘোষিত হয়েছে। তাই সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে বিদ'আতকে পরিত্যাগ করা জরুরী।

গ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।"[২২২] শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর মতে, "এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের 'দেওয়ালী' উৎসবের অনুকরণ মাত্র। কেউ বলেন, এগুলি খলীফা হারূনুর রশীদ–এর অগ্নি উপাসক নওমুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের চালু করা বিদ'আত মাত্র।"[২২৩]

ঘ) মুফতি মুহাম্মাদ শফি হানাফি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : "তবে কোন কোন মাশাইখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবূল করেছেন। কেননা ফযিলত সম্পর্কিত দুর্বল (যঈফ) রেওয়ায়াত কবূল করার অবকাশ আছে।"[২২৪] এর অর্থ হ'ল সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানো। অথচ আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

---

২২১. দারেমী, মিশকাত (এমদা) ১/১৭৯ নং। শাইখ যুবায়ের আলী ঝাই হাদীসটির সনদ হাস্‌সান পর্যন্ত সহীহ বলেছেন। ( ইযওয়াউল মাসাবীহ ফী তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/১৮৮ পৃষ্ঠা ২৫০)

২২২. আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত (এমদা) ৮/৪১৫৩ নং।

২২৩.আল–গালিব, শবেবরাত: ১৩, গৃহীত ঃ তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রো ১৯৮৭) ৩/৪৪২ পৃষ্ঠা।

২২৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সৌদি সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১২৩৫, ২য় কলাম।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



"তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না, যখন তোমরা জানো।"[২২৫] সুতরাং শবেবরাতের বিশ্বাস ও আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

**উপসংহার :** উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হল, শবেবরাতের উপর বিশ্বাস, যেমন- ঐ দিনে ভাগ্য নির্ধারণ ও রূহের আগমন, হালুয়া-রুটি বিতরণ, আতশবাজী ও পটকা ফুটানো, মসজিদ ও কবরস্থানে মীলাদ, ফাতেহা পাঠ এবং কবরস্থানে কুরআন খানি, বাতি জ্বালানো, ফুল ও টাকা-পয়সা দেয়া, ঐ উপলক্ষে সলাত আদায় করা ও সিয়াম পালন করা ইত্যাদি কোন কোনটি শিরক এবং কোন কোনটি বিদ'আত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এহেন শিরক ও বিদ'আতী কাজ থেকে মুক্ত করে সহীহ ঈমান-আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

---

২২৫. সূরা বাক্বারাহ : ৪২।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



# অধ্যায়- ৪

## পর্যালোচনা : বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে

## শাবান ও শবেবরাত

### লেখক- মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

- আমিনুত তালিম, মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া, ঢাকা,

[সূত্র : মাসিক আলকাউসারের শাবান ১৪২৬ হিজরি. (সেপ্টেম্বর-২০০৫ ঈসায়ি)। আমরা উক্ত লেখাটির উদ্ধৃতিসহ পর্যালোচনা উল্লেখ করলাম।]

**পর্যালোচক : কামাল আহমাদ**

**আব্দুল মালেক -১ :** এতদিন পর্যন্ত শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতটি উপলক্ষে নানা অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজের অনুগামী হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই এসবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন।

**পর্যালোচনা- ১ :** লেখক অনুচিত কাজকর্ম ও রসম-রেওয়াজের তালিকা দেননি। উলামায়ে কেরাম কি কি বিষয়ের প্রতিবাদ করেছেন এবং করছেন সেটাও সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি। কেননা যিনি লিখছেন বা তাঁর মতের অনুসারী অন্যান্য আলেমরাও ঐ সমস্ত কাজকর্ম ও রসম-রেওয়াজে লিপ্ত রয়েছেন। স্পষ্টভাবে সেগুলো লিখলে তিনি বা তাঁরা নিজেই নিজ পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। তাইতো তিনি সেগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেননি।

তাঁর মতো আরও অন্যান্য আলেমদের বই-পুস্তকের মধ্যে- ১৫ শাবানে গোসল করা, বছরের তাক্বদীরের হিসাব সম্পর্কিত আক্বীদা, রাতে বিভিন্ন সংখ্যার রাক'আত সলাত আদায়, ঐ দিনকে সুনির্দিষ্ট করে সিয়াম পালন, কবরস্থানে যাওয়া, রূহের আগমন প্রভৃতি অন্যতম বিষয়গুলো রয়েছে।। যা ব্রেলভী হানাফীদের (দ্রঃ মাসিক আল-বাইয়িনাত ২২৪তম সংখ্যা, রজব ১৪৩৪ / মে'২০১৩) উপস্থাপনাতে হুবহু ও দেওবন্দী হানাফীদের (http://jamiatulasad.com/?p=2034) উপস্থাপনাতে আংশিক রয়েছে। আর লেখক হলেন একজন দেওবন্দী আলেম। তবে এক্ষেত্রে ঈষৎ সংস্কারপন্থী।

http://www.shottanneshi.com/

যঈফ ও জাল হাদীসভিত্তিক ফযিলতগুলো লুফে নেয়ার জন্য তারা ঈশার সালাতের পর সুন্নাত পন্থায় না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে নানাভাবে ব্যস্ত সময় পার করেন। অথচ ক্বদরের রাত- যার ফযিলত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাতে স্বয়ং নবী (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের লোকজন প্রথমরাতে ঘুমাতেন। তারা রাতের প্রথমভাগের পর, অর্ধেকের পর বা শেষভাগে ইবাদাতের জন্য ব্যস্ত হতেন।[২২৬]

**আব্দুল মালেক -২ :** ইদানিং আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবী হল ইসলামে শবে বরাতের কোন ধারণা নেই। এ ব্যাপারে যত রেওয়ায়েত আছে সব মওযু বা যঈফ। এসব অনুযায়ী আমল করা এবং শবে বরাতকে বিশেষ কোন ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তারা এসব বক্তব্য সম্বলিত ছোটখাট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিলি করে।

বাস্তব কথা হল, আগেকার সেই বাড়াবাড়ির পথটিও যেমন সঠিক ছিল না, এখনকার এই ছাড়াছাড়ির মতটিও শুদ্ধ নয়।

**পর্যালোচনা- ২ :** লেখক 'ছাড়াছাড়ি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আসলে প্রত্যেকেই তাঁর পক্ষের দা'ওয়াত 'ছড়িয়ে' দিতে চাইবে আর অন্যদেরকে 'ছাড়তে' বলবে - এটাই স্বাভাবিক। যেমন লেখকও তাঁর এই লেখাটির মাধ্যমে নিজের মতটি ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে কিছু 'অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজ'-কে বাড়াবাড়ি বলে তা ছাড়ার (ছেড়ে দেয়ার) প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি নিজে আংশিক 'ছাড়াছাড়ি'র পক্ষে।

**আব্দুল মালেক -৩ :** ইসলাম ভারসাম্যতার দ্বীন এবং এর সকল শিক্ষাই প্রান্তিকতা মুক্ত সরল পথের পথ নির্দেশ করে। শবে বরাতের ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

**পর্যালোচনা- ৩ :** বলা হয়েছে 'সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।' অথচ স্বয়ং লেখকের নিকটও সেগুলো যঈফ। কিন্তু তাঁর নিকট যঈফ হাদীস আমলযোগ্য। যা একটি বাতিল আক্বীদা ও উসূল (নীতিমালা)।

---

২২৬. দ্রঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত (তাহক্বীক্ব) হা/১২৯৮।

http://www.shottanneshi.com/

[এই বাতিল আক্বীদা ও নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : যঈফ হাদীস কেনো বর্জনীয়? অনুবাদ ও সঙ্কলণ : কামাল আহমাদ]

পরবর্তী আলোচনাতে প্রমাণ করবো, লেখকের উপস্থাপিত হাদীসগুলো কেবল সূত্রছিন্ন ও যঈফ নয়, বরং কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত বক্তব্য, আক্বীদা ও আমলেরও বিরোধী। যা থেকে লেখকের উপস্থাপিত দ্বীনটি কেবল ভারসাম্যহীনই নয় বরং সহীহ্ হাদীসের বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

**আব্দুল মালেক -৪ :** সম্মিলিত কোন রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এই রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে, তার সবগুলোকে মওযু বা যঈফ মনে করা ভুল যেমন, অনুরূপ এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা।

**পর্যালোচনা– ৪ :** এই বিদ'আতটি কেবল সম্মিলিতভাবেই পালিত হয় না, বরং সমস্ত দেশ/জাতি/সম্প্রদায় একত্রে পালন করে। দেওবন্দী ও ব্রেলভী আক্বীদার মাসজিদগুলোতে ইমাম সাহেবরা সন্ধ্যা থেকেই বিশেষ বক্তৃতা/ওয়াজ ও মীলাদের আয়োজন করেন। এই বিদ'আতটির স্বপক্ষে সূরা দুখানের ২-৪ নং আয়াত উপস্থাপন করা হয়। যা মূলত শবে-ক্বদরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মেনে নিলেও ঐ আয়াতটিকেই শবেবরাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দেওবন্দী ও ব্রেলভী হানাফী আলেমগণ তাদের তাফসীরে এক্ষেত্রে দ্বিমুখী তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ তারা নিজেরাই শবেবরাত ও শবেক্বদরকে একাকার করে ফেলেন। এটাকি বিকৃত ব্যাখ্যা ও আমলের উপস্থাপনা নয়? 'লায়লাতুন নিসফে শা'বান' (১৫ শাবান) সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোকে যঈফ ও মওযু' মানা সত্ত্বেও ফযীলতের আশায় ঐ সমস্ত আলেমরাই এই বিদ'আত আমলটির অনুমোদন দিয়ে থাকেন।[২২৭]

**আব্দুল মালেক– ৫ :** এখানে শবে বরাতের (পনের শাবানের রাত) ফযিলত ও করণীয় বিষয়ক কিছু হাদীস যথাযথ উদ্ধৃতি ও সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিবরণসহ উল্লেখ করা হল।

---

২২৭. দ্রঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (ইফা/সংক্ষিপ্ত সৌদি সংস্করণ) পৃষ্ঠা ১২৩৫।

http://www.shottanneshi.com/

১ম হাদীস :

عن مالك من يخامر , عن معاذ بن جبل, عن النبي (, قال : يطلع الله الى خلقه في ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن]

رواه ابن حبان وغيره, ورجاله ثقات, وإسناده متصل على مذهب مسلم الذى هو مذهب الجمهورفى المعنعن, ولم يجزم الذهبي بأن مكحولالم يلق مالك بن يخامر كما زعم, وإنما قاله على سبيل الحسان, راجع ,سبر أعلام النبلاء]

মুআয বিন জাবাল বলেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে (শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের দ্বারা ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু শিরকি কাজ-কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অন্যের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী মানুষ এই ব্যাপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত থাকে। যখন কোন বিশেষ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাত ঘোষণা হয়, তখন তার অর্থ এই হয় যে, এই সময় এমন সব নেক আমলের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে যার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হওয়া যায় এবং ঐ সব গুণাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাত থেকে বঞ্চিত হয়।

যেহেতু উপরোক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসে অর্ধ-শাবানের রাতে ব্যাপক মাগফেরাতের ঘোষণা এসেছে, তাই এ রাতটি অনেক পূর্ব থেকেই শবে বরাত তথা মুক্তির রজনী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। কেননা, এ রাতে গুনাহসমূহ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং পাপের অশুভ পরিণাম থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

**পর্যালোচনা– ৫ :** উক্ত ফযিলতটি সহীহ হাদীসে শবেবরাতের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। বরং প্রতি সপ্তাহে এর সুযোগ রয়েছে। সাহাবি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা রাখে তাকে ক্ষমা করেন না।[২২৮]

সুস্পষ্ট হল, শবেবরাত উপলক্ষ্যে বর্ণিত হাদীসটির ফযীলত প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রয়েছে। এ কারণে নবী (ﷺ) ঐ দু'দিন সিয়াম রাখতেন এবং বলতেন :

فَأُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِيْ وَاَنَا صَائِمٌ.

"আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল এমন অবস্থায় পেশ করা হোক, যখন আমি সিয়াম অবস্থায় থাকি।"[২২৯]

সুস্পষ্ট হল, যে ফযিলতের উদ্দেশ্যে শবেবরাত পালন করা হচ্ছে, সেটা সহীহ হাদীস অনুযায়ী সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নির্দিষ্ট রয়েছে। যার সুযোগ সহীহ হাদীস অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহেই রয়েছে তা নিয়মিত পালন না করে, বিতর্কিত হাদীস দ্বারা শবেবরাতের জন্য ঐ সুযোগকে সুনির্দিষ্ট করাটা কি বাড়াবাড়ি নয়? এভাবেই সহীহ হাদীসের ফযিলতের দাবীটি সাদৃশ্যমূলক যঈফ হাদীসের শব্দগুলো দ্বারা পালনের মাধ্যমে দ্বীনকে ভারসাম্যহীন করা হচ্ছে। যা বিদ'আতীদের বৈশিষ্ট্য। এতো গেল সহীহ হাদীসের সাথে যঈফ হাদীসের মতনগত বিরোধ। সামনে হাদীসটির সনদগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেও প্রমাণ করবো, হাদীসটি যঈফ।

**আব্দুল মালেক– ৬ :** যদি শবে বরাতের ফযিলতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসটিই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব

---

২২৮. সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন (ঢাকা : ইসলামিক সেসন্টার) ৪/১৫৯৩, (তাওহীদ পাব: হা/১৫৭৬)।

২২৯. সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন (তাওহীদ পাব) হা/১২৬৪, (ইসলামিক সেন্টার ৩/১২৫৬)।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত। অথচ হাদীসের কিতাবসমূহে নির্ভরযোগ্য সনদে এ বিষয়ক আরো একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**পর্যালোচনা– ৬ :** শবেবরাতের ফযিলতের ব্যাপারে উক্ত হাদীসটিতে কিছু বর্ণিত হয়নি। কেননা শবেবরাতের প্রচলিত অর্থ হলো, ভাগ্য রজনী। কিন্তু লেখকের উল্লিখিত পূর্বের হাদীসটিতে ঐ দিনে পাপীদেরকে ক্ষমা করার বর্ণনা এসেছে। 'তাক্বদির বা ভাগ্য' সম্পর্কিত কোনো আলোচনা এখানে নেই। তা হলে কিভাবে হাদীসটিকে শবেবরাতের ফযিলতের পক্ষে উপস্থাপন করা যাবে! তাছাড়া সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, একই শর্তসাপেক্ষে (শিরক ও হিংসা/বিদ্বেষ না করা) ঐ ক্ষমার সুযোগটি প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার রয়েছে। আমরা এখন লেখক কর্তৃক হাদীসটির সনদ সম্পর্কিত আলোচনার পর্যালোচনা করবো। শবেবরাত সম্পর্কে ইমাম ইবনুল আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

وليس فى ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لافى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها.

"পনের শা'বানের রাত সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। এমনকি এর ফযিলত সম্পর্কে কিংবা এতে মৃত্যু মানসুখ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না। সুতরাং (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) তোমরা তাতে লিপ্ত হয়ো না।"[২৩০]

দেওবন্দি আলেম ও তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরি লিখেছেন :

ولم آقف على حديث مسند مرفوع صحيح فى فضلها.

"পনের শা'বান সম্পর্কে আমি কোনো মুসনাদ মারফু সহীহ হাদীস পাইনি।"[২৩১]

তাক্বী উসমানী লিখেছেন :

---

২৩০. আহকামুল কুরআন লিইবনুল আরাবী ৪/১৬৯০।
২৩১. মা'আরেফাতুস সুনান ৫/৪১৯।

http://www.shottanneshi.com/

شب براءة کی فضیلت میں بہت سی روایت مروی ہیں جن میں سے بیشتر علامہ
سیوطی نے " الدرالمنثور" میں جمع کردی ہیے، یہ تمام روایات سندا ضعیف ہے

"শবেবরাত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে বেশকিছু ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'দুররে মানসুরে' সঙ্কলন করেছেন। এর সমস্ত বর্ণনা সনদের দিক থেকে যঈফ।"[২৩২]

**আব্দুল মালেক– ৭ :** হাদীসটির সনদ বিষয়ক আলোচনা :

উপরোক্ত হাদীসটি অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবেই নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান তার 'কিতাবুস সহীহ'–এ (যা সহীহ ইবনে হিব্বান নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, ১৩/৪৮১ এ) এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এটি এই কিতাবের ৫৬৬৫ নং হাদীস। এ ছাড়া ইমাম বাইহাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) শুআবুল ঈমান এ (৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩); ইমাম তাবরানী আল মুজামুল কাবীর ও আল মুজামুল আওসাত এ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও আরো বহু হাদীসের ইমাম তাদের নিজ নিজ কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির সনদ সহীহ। এজন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান একে কিতাবুস সহীহ এ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান বলেছেন; কিন্তু হাসান হাদীস সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার।

ইমাম মনযিরী, ইবনে রজব, নূরুদ্দীন হাইসামী, কাস্‌তাল্লানী, যুরকানি এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ এই হাদীসটিকে আমলযোগ্য বলেছেন। দেখুন আততারগীব ওয়াততারহীব ২/১৮৮; ৩/৪৫৯. লাতায়েফুল মাআরিফ ১৫১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫; শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা ১০/৫৬১।

**পর্যালোচনা– ৭ :** লেখক লিখেছেন 'হাদীসটির সনদ বিষয়ক আলোচনা'। অথচ তিনি সনদ সম্পর্কিত কোনো আলোচনা এখানে করেননি। তিনি কয়েকজন ইমাম/মুহাদ্দিস/বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁদের থেকে সনদটি সহীহ হওয়ার উসূলি পর্যালোচনা উল্লেখ করেননি। অথচ সনদ বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে রাবী বা

---

২৩২. দারসে তিরমিযী ২/৫৭৯-৮০।

http://www.shottanneshi.com/

বর্ণনাকারীদের মর্যাদা, অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি মূখ্য বিষয়। যা উক্ত ইমাম/মুহাদ্দিস/বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্যের মধ্যে আমরা পেলাম না। সুতরাং সনদ বিষয়ক পর্যালোচনার দাবী উক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে নেই। সুতরাং উপস্থাপনাটি অন্তঃসারশূন্য। লেখক যে পদ্ধতিতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ঐ একই পদ্ধতিতে জাল হাদীসকেও সহীহ বলার সুযোগ রয়েছে। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত কুতুবে হাদীসে এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যেখানে সঙ্কলক কোনো মন্তব্য করেননি বা জাল হাদীসকেও সহীহ বলে গণ্য করেছেন। সর্বোপরি লেখকের উল্লিখিত পদ্ধতি সনদগত পর্যালোচনার মধ্যে গণ্য নয়।

**সনদ :** এটি ইমাম মাকহুল عن مالك بن يُخَامِر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম মাকহুল মালিক বিন ইয়ুখামিরকে পাননি। ইমাম যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : مكحول لَم يلق مالك بن يُخَامِر "মাকহুল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সাথে মালিক বিন ইয়ুখামিরের সাক্ষাৎ হয়নি।"[২৩৩]

সুতরাং হাদীসটির সনদ মুনক্বাতে'। আর মুনক্বাতে' হাদীস যঈফ।

ইমাম আবূ হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন :

هذا حديث منكر بِهاذا الإسناد، لَم يرو بِهذا الإسناد غير ابى خاليد ولا أدرى أين جاء به.

"হাদীসটি এই সনদে মুনকার। আবূ খুলায়েদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি। আমি জানি না, সে এটি কোথা থেকে আনলো।"[২৩৪]

ইমাম দারা কুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : والحديث غير ثابت

"এই হাদীসটি প্রমাণিত না।"[২৩৫]

লেখক যেসব ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এক্ষেত্রে সহীহ বা হাসান হওয়ার পক্ষে তাঁদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেননি। হাদীসটির ব্যাপারে যেসব

---

২৩৩. আলবানী'র আহাদিসুস সহীহাহ হা/১১৪৪।

২৩৪. ঈলাল ইবনে আবী হাতিম : ২০১২।

২৩৫. ঈলালুদ দারা কুতনী ৬/৫১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com/

অভিযোগ আছে সেগুলোর জবাব দেয়ারও চেষ্টা করেননি। আমরা হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণগুলো সুস্পষ্ট করেছি, ফালিল্লাহিল হামদ।

**আব্দুল মালেক– ৮ :** বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদসিস্ সাহীহা ৩/১৩৫-১৩৯ এ এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর লেখেন :

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلاريب. والصحة تثبت بأقل منها عددا، مادامت سالمة من الضعف الشديد، كماهو الشأن في هذاالحديث.

এ সব রেওয়াতের মাধ্যমে সমষ্টিগত ভাবে এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ প্রমাণিত হয়। তারপর আলবানী ওই সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেন যারা কোন ধরণের খোঁজখবর ছাড়াই বলে দেন যে, শবে বরাতের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।

**পর্যালোচনা ৮ :** শাইখ আলবানী এ সম্পর্কে পূর্বে লেখক কর্তৃক উল্লিখিত মুয়ায বিন জাবাল -এর সাথে সম্পর্কিত হাদীসটিকে মৌলিক গণ্য করেছেন এবং নিজেই সেটা মুনক্বাতে হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপনা হলো :

قال الذهبي : مكحول لم يلق مالك بن يخامر " . قلت : و لولا ذلك لكان الإسناد حسنا ، فإن رجاله موثوقون.

"ইমাম যাহাবী বলেছেন : মাকহুলের সাথে মালিক বিন ইয়ুখামিরের সাক্ষাৎ হয়নি। আমি (আলবানী) বলছি : যদি তা না হতো তবে সনদটি হাসান ছিল। কেননা, বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।"[২৩৬]

অর্থাৎ স্বয়ং আলবানী হাদীসটি হাসান হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। আর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ হওয়া সত্ত্বেও সনদ মুনক্বাতে' বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যঈফ। অতঃপর এর সমর্থনে যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন তার সবকটিই যঈফ। তা ছাড়া বর্ণনাগুলো সহীহ মুসলিমের পূর্বে উল্লিখিত প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বর্ণিত ফযিলতের মোকাবেলায় ১৫

---

২৩৬. আস-সহীহাহ ৩/১১৪৪।

http://www.shottanneshi.com/

Contents



শা'বানে ঐ একই ফযীলত সুনির্দিষ্ট করাটা অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা হাদীসে ফযিলতের লক্ষ্য ও শর্ত হুবহু একই। এ পর্যায়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত প্রতি সপ্তাহের ফযিলতটির মোকাবেলায় যঈফ হাদীস দ্বারা ১৫ শা'বানের ফযিলতকে সুনির্দিষ্ট করলে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় যঈফ হাদীসটি মুনকার হিসাবে সাব্যস্ত হয়। শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ছাত্র শাইখ 'আব্দুল ক্বাদের বিন হাবীবুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম আবূ হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উদ্ধৃতিটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লিখেছেন :

اسناده منكر موضوع كما قال أبو حاتم وعنه ابنه عبد الرحمن فى العلل كما مضى ، ولا يصلح للمتابعات والشواهد فضلا أن يكون حجة.

"এর সনদটি মুনকার, যেভাবে আবূ হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তাঁর ছেলে 'আব্দুর রহমান কর্তৃক 'ঈলালে'র সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটিকে মুতাবিয়াত, শাওয়াহেদ বা ফযিলতের ক্ষেত্রে হুজ্জাত গণ্য করাটা সঙ্গত হয় না।"[২৩৭]

আব্দুল মালেক– ৯ : ইদানিং আমাদের কতক সালাফি বা গাইরে মুকাল্লিদ; বন্ধুকে দেখা যায়, তারা নানা ধরনের লিফলেট বিলি করেন। তাতে লেখা থাকে যে, শবে বরাত (লাইলাতুন নিস্‌ফি মিন শাবান) এর কোনো ফযিলতই হাদীস শরীফে প্রমাণিত নেই। ওই সব বন্ধুরা শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

**পর্যালোচনা– ৯ :** পূর্বের পর্যালোচনাতে সুস্পষ্ট হয়েছে, শাইখ আলবানী কর্তৃক বিভিন্ন যঈফ হাদীসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মূল হাদীস হিসাবে বর্ণিত মুনক্বাতে' হাদীসটি গ্রহণ করার সুযোগ নেই। তা ছাড়া ঐ ফযিলতটি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সুনির্দিষ্ট হওয়াই যঈফ হাদীস দ্বারা ১৫ শা'বানে ঐ একই ফযিলতকে সুনির্দিষ্ট করাটা অর্থহীন হয়। আর এ কারণেও হাদীসগুলো মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত।

---

২৩৭. [التصوف فى ميزان البحث والتحقيق للسندى ج١، ص ٥٠٠]। বিস্তারিত : শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–এর তাহক্বীক্বের পূণঃ তাহক্বীক্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

http://www.shottanneshi.com/

**আব্দুল মালেক– ১০ :** কেননা, তাদেরকে আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বড় ভক্ত মনে হয় এবং তার কিতাবাদি অনুবাদ করে প্রচার করতে দেখা যায়। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের অনুসরণে বা নিজেদের তাহক্বীক্ব মতো এই রাতের ফযিলতকে অস্বীকার করতে পারেন, তা হলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযিলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন, তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

**পর্যালোচনা– ১০ :** পূর্বের আলোচনাতে প্রমাণ হয়েছে, এক্ষেত্রে শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এরই ভুল হয়েছে। সাধারণ বিবেক বুদ্ধির দাবীও এটাই যে, তাঁর বা তাঁদের সঠিক উপস্থাপনাকে মানতে হবে এবং ভুলটিকে ছাড়তে হবে। মুজতাহিদের ইজতিহাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই।

**আব্দুল মালেক– ১১ :** আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযিলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [মৃ. ৭২৮ হি] এর ইক্‌তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর

http://www.shottanneshi.com/

তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবেবরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়; বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

**পর্যালোচনা– ১১ :** উক্ত ইমামদের ক্রুটিগুলোর কিছু বিশ্লেষণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রুটিগুলো কেবল হাদীসের সনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সহীহ হাদীসের বিরোধী বিধায় ইমাম আবূ হাতিম মুনকার বলেছেন।[২৩৮] ইমাম দারাকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : প্রমাণিত নয় (গায়ের সাবেত)।[২৩৯]

এই পর্যায়ে যারা ফযিলতের পক্ষে বলেছেন তাঁরা গবেষণাগত ভুল করেছেন। আর এটাই ভারসম্যপূর্ণ উপস্থাপনা। আর ভুলের ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণ জায়েয নয়।

**আব্দুল মালেক– ১২ :** এই রাতের আমল :

উল্লেখিত হাদীস শরীফে এ রাতের কী কী আমলের নির্দেশনা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। নিম্নে এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস পেশ করছি।

আলা ইবনুল হারিস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! অথবা বলেছেন, ও হুমাইরা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান

---

২৩৮. ঈলাল ইবনে আবি হাতিম ১২, ২০

২৩৯. ঈলালুদ দারা কুতনী ৪/৫১।

http://www.shottanneshi.com/

এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন ইরশাদ করলেন,

هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عزو جل يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كماهم.

'এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি মনযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।[২৪০]

ইমাম বাইহাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন :

هذا مرسل جيد.

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে দীর্ঘ নফল পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওযিফার বই-পুস্তকে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে অর্থাৎ এত রাকআত হতে হবে, প্রতি রাকআতে এই সূরা এতবার পড়তে হবে - এগুলো ঠিক নয়। হাদীস শরীফে এসব নেই। এগুলো মানুষের মনগড়া পন্থা। সঠিক পদ্ধতি হল, নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকআত করে যত রাকআত সম্ভব হয় পড়তে থাকা। কুরআন কারীম তেলওয়াত করা। দরূদ শরীফ পড়া। ইস্তেগফার করা। দুআ করা এবং কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমানো। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হল না।

**পর্যালোচনা– ১২ :** মুরসাল হাদীসও মুনক্বাতে' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই হাদীসটিও যঈফ। তা ছাড়া সহীহ মুসলিমে বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসটি এর ফযিলতকে ম্লান করে দেয়। কেননা উক্ত ফযিলতের সুযোগটি

২৪০. শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২-৩৬৮



http://www.shottanneshi.com/

প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত উদ্ধৃতির একটু পর লিখেছেন :

و قد روي في هذا الباب أحاديث مناكير رواتها قوم مجهولون.

"এ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে মুনকার হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে যা অজ্ঞাত ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছেন।"[২৪১]

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন : হাদীসটি যঈফ।[২৪২]

**আব্দুল মালেক – ১৩ :** পরদিন রোযা রাখা :

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে :

عن علی بن ابی طالب ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها, فإن الله ينزل فيهاالغروب الشمس الى سماء الدنيا, فيقول : ألا من مستغفر فاغفر له على مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه , ألا كذا, ألا كذا, حتى يطلع الفجر.

আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'পনের শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুব্হে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন।' [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪]

এই বর্ণনাটির সনদ যঈফ। কিন্তু মুহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

**পর্যালোচনা– ১৩ :** এই হাদীসটি ভয়ানক যঈফ বরং মওযু' (জাল)। এর বর্ণনাকারী (আবূ বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ) ইবনে আবী

২৪১. শু'আবুল ঈমান, ঐ।

২৪২. দ্রঃ যঈফ তারগীব ওয়াত তারহীব।

http://www.shottanneshi.com/

সাবরাহ 'কাযযাব/মিথ্যুক'। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : يضع الحديث "সে হাদীস বানাতো।"[২৪৩]

তা ছাড়া হাদীসটিতে বর্ণিত ফযিলত ও সুযোগ সহীহ হাদীসে প্রত্যেকটি শেষ রাতেই আছে। আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

يَنْزِلُ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ـ متفق عليه ، وفى رواية مسلم : ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يُّقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلاَظَلُوْمٍ حَتّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

"আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং যখন রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন বলতে থাকেন : কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ, যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে দান করব। কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব।"[২৪৪] সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে আরও আছে : অতঃপর তিনি নিজের দুই হাত পেতে বলতে থাকেন– কে আছ, যে ঋণ দিবে অ-দরিদ্র ও অ-অত্যাচারীকে। (এমনটি বলতে থাকেন) যতক্ষণ ফজর উদয় হয়।"[২৪৫]

এই ফযিলতটিও পূর্বের হাদীসটির মত ১৫ শা'বানের জন্য সুনির্দিষ্ট করাটা সুস্পষ্ট মুনকার (প্রত্যাখাত)। আর যঈফ বা জাল হাদীসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাতে সহীহ হাদীসের শব্দ ও বক্তব্য নকল করা হয়। সুতরাং ফযিলতের ক্ষেত্রেও এমন হাদীস কিভাবে মানা যেতে পারে?

আব্দুল মালেক– ১৪ : তাছাড়া শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং আইয়ামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিষয়টিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

২৪৩. জারাহ ওয়াত তা'দিল ৭/৩০৬।

২৪৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

২৪৫. মিশকাত ৩/১১৫৫।

http://www.shottanneshi.com/

**পর্যালোচনা– ১৪ :** উক্ত দিনগুলোতে প্রতি মাসেই সিয়াম রাখার বিধান। এর সাথে সুনির্দিষ্টভাবে ১৫ শা'বানে সিয়াম রাখার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ঐ একটি দিনকে সুনির্দিষ্ট করাটা ঐ সমস্ত সহীহ হাদীসের আমলের বিরোধী হয়। এ থেকেও প্রমাণিত হল, ১৫ শা'বানকে সুনিদিষ্ট করে ইবাদাত করা সহীহ হাদীস বিরোধী বিদ'আত।

**আব্দুল মালেক– ১৫ :** বলা বাহুল্য, পনের শাবানের দিনটি শাবান মাসেরই একটি দিন এবং তা আয়্যামে বীযের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য ফিক্‌হের একাধিক কিতাবেই এদিনে রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনূন লেখা হয়েছে। আবার অনেকে বিশেষভাবে এ দিনের রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনুন বলতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ ত্বাকী উসমানী (দা.বা.) তার ইসলাহি খুতবাতে বলেন, 'আরো একটি বিষয় হচ্ছে শবে বরাতের পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনের তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসুলের বিশাল ভাণ্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, 'শবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ।' সনদ বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে দেয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতে অনুচিত।'

**পর্যালোচনা– ১৫ :** শেষোক্ত হানাফী আলেম তাক্বী উসমানী-এর উদ্ধৃতিটি আমাদেরকে সমর্থন করে এবং লেখকের উপস্থাপনাকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করে। ফালিল্লাহিল হামদ।

**আব্দুল মালেক– ১৬ :** তবে হ্যাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযিলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, রমযানের দু-একদিন পূর্বে রোযা রেখো না। যাতে রমযানের পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

**পর্যালোচনা– ১৬ :** এ কথাগুলো সত্য কথা ও সঠিক সিদ্ধান্ত। এ কারণে সবাইকে এটা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিৎ।

http://www.shottanneshi.com/

**আব্দুল মালেক– ১৭ :** একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, শাবানের এই ১৫ তারিখটি তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভূক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের আইয়ামে বীয এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই দুটি কারণকে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা আইয়ামে বীয এর অন্তর্ভূক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চয়ই সে প্রতিদান লাভ করবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও আইয়ামে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যে কোন দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে তবে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ মাসের নির্দিষ্ট কোন দিনের পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

**পর্যালোচনা– ১৭ :** এখানে লেখক গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন। পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে, ১৫ শা'বানের হাদীসগুলো জাল ও যঈফ। এ জন্যে আইয়ামে বীযের সিয়ামের সাথে একে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। কেননা ঐ দিনকে শবেবরাত বা ভাগ্যরজনী হিসাবে চিহ্নিত করাটা মূলত দ্বিতীয় শবেক্বদর বা ভাগ্যরজনী উদযাপন করা। আর এই দ্বিতীয় ভাগ্যরজনী কুরআন বিরোধী। এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় বিদ'আত।

**আব্দুল মালেক– ১৮ :** এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামাযতো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যা কিছু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার কোন প্রমাণ হাদীস শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামরে যুগেও এর রেওয়াজ ছিলো না। [ইক্তিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ ২১৯]

http://www.shottanneshi.com/

তবে কোন আহবান ও ঘোষণা ছাড়া এমনিই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায়, তা হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে মশগুল থাকবে, একে অন্যের আমলের ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে না।

**পর্যালোচনা– ১৮ :** শবেক্বদর ও শবেবরাত মূলত একই অর্থবোধক। শবেক্বদর কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত অথচ দিনটি রমাযানের শেষ দশকের কোনো এক বেজোড় রাতে। অর্থাৎ শারী'আত তা অনির্দিষ্ট করে ঐ বেজোড় রাতের সবগুলো রাতে সমস্ত উম্মাহকে সাধ্যমত ইবাদতে লিপ্ত থাকতে বলেছে। এমনকি নবী (ﷺ) নিজ পরিবারকেও ঐ সমস্ত রাতে জাগিয়ে দিতেন।

পক্ষান্তরে শবেবরাত কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী যঈফ ও জাল হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অথচ এটির তারিখ সুনির্দিষ্ট। যদি তা আমলযোগ্যই হয় তবে সবাই আমল করবে এটাই স্বাভাবিক। যখন সবাই সামাজিকভাবে এটা পালন করবে তখন এটাতো রীতিমত ঈদ বা উৎসব-উৎসব আমেজে পালিত হবেই। যেমন আমাদের দেশে শবেক্বদরকে রমাযানের ২৭ তারিখে সুনির্দিষ্টভাবে ঈদ বা উৎসব-উৎসব আমেজে পালন করা হয় এবং অন্যান্য বেজোড় রাতকে ভুলে থাকা হয়। আর এভাবেই বিদ'আতিদের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়।

**আব্দুল মালেক– ১৯ :** কোন কোন জায়গায় এই রেওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা ইশার পর থেকেই ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারা রাত খতমে-শবীনা হতে থাকে। উপরন্তু এসব কিছুই করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই ভুল রেওয়াজ। শবে বরাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল আগেই আলোচনা করা যায়। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক না। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় আরামেরও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের এসব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফিক দিন।এতদিন পর্যন্ত

http://www.shottanneshi.com/

Contents



শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতটি উপলক্ষে নানা অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজের অনুগামী হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই সবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন।

**পর্যালোচনা–১৯ :** শুরুতেই আমরা বলেছি, উলামায়ে কেরাম হুবহু সাধারণ মানুষের মতই ঈদের মতই শবেবরাত পালন করে আসছেন। উলামায়ে কেরামকে এ থেকে বিরত থাকতে দেখা যাচ্ছে না।

**আব্দুল মালেক– ২০ :** ইদানিং আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবী হল ইসলামে শবে বরাতের কোনো ধারণা নেই। এ ব্যাপারে যত রেওয়ায়েত আছে সব মওযু বা যঈফ। এসব অনুযায়ী আমল করা এবং শবেবরাতকে বিশেষ কোনো ফযিলতপূর্ণ রাত মনে করা শারীআতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তারা এসব বক্তব্য সম্বলিত ছোটখাট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিলি করে।

পর্যালোচনা– ২০ : অবশ্যই শবেবরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো মওযু ও যঈফ। সুতরাং তা ছাড়তে হবে। 'শবেবরাত' বলে ইসলামে যা আছে তা মূলত 'শবেক্বদর'। এ কারণে এই উৎসবটিকে ছেড়ে দেয়ার দাওয়াতকে অব্যাহত রাখতে হবে।

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

http://www.shottanneshi.com/

# প্রাপ্তিস্থান

১. **হাদীস একাডেমী**
বংশাল, ঢাকা

২. **ইলমা প্রকাশনী**
সুরিটোলা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৮৫৫৫৬৬৬২৫

৩. **ওয়াহিদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
রাণী বাজার, রাজশাহী
মোবাঃ ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

৪. **হাদীস ফাউন্ডেশন**
রাজশাহী
মোবাঃ ০৭২১৮৬১৩৬৫

৫. **হাদীস ফাউন্ডেশন**
ঢাকা
মোবাঃ ০১৮৩৫৪২৩৪১১

৬. **লাকী স্টোর**
খুলনা
মোবাঃ ০১৭১২০৫১০০৫

৭. **আযাদ বুক্স**
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

http://www.shottanneshi.com/